RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ১৩ সংখ্যা:, কোচবিহার, শুক্রবার, ৩০ জুন - ১৩ জুলাই, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 13, Cooch Behar, Friday, 30 June - 13 July, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

প্রশ্ন একটাই তৃণমূল জিতলে জেলা পরিষদের সভাধিপতি কে?

কাজের অভিজ্ঞতাই অনেকটা এগিয়ে রাখছে চৈতীকে

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদটি এবার তপশিলি মহিলার জন্য সংরক্ষিত। স্বাভাবিকভাবেই জেলা পরিষদে প্রার্থী হলেও বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা আব্দুল জলিল আহমেদের পক্ষে সভাধিপতি হওয়া সম্ভব নয়। এরই ফাঁকে তৃণমূল টিকিট দেননি প্রাক্তন সভাধিপতি তথা বিদায়ী বোর্ডের সহ সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়াকে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে জেলা পরিষদের আগামী সভাধিপতি কে হবেন? তৃণমূলের ৩৪ টি আসনের প্রার্থীদের মধ্যে ১৯ জন মহিলা। আবার এই মহিলাদের মধ্যে ১৫ জনই আবার তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা প্রার্থী। লোকসভা কিংবা বিধানসভায় বিজেপি কোচবিহারে যে একচেটিয়া জয়লাভ করেছিল সেটা যে পঞ্চায়েতে সম্ভব নয় এটা সকলেই মেনে নেবে। স্বাভাবিকভাবে জেলা পরিষদে তৃণমূল অনেক এগিয়ে। তৃণমূলের কোনো মহিলা তপশিলি প্রার্থী যে জেলা পরিষদের আগামী সভাধিপতির আসনে বসতে চলেছেন সেটা একপ্রকার নিশ্চিত। কিন্তু সে কে? আপাদত জেলার রাজনৈতিক মহলে সেই নামটি জানার জন্য সকলেই উৎসুক। তবে প্রার্থী তালিকায় নাম থাকলে এই পদে যে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া তা একবাক্যে সকলেই মানবে। তার বিরুদ্ধে নেই কোনো অভিযোগ। জনসংযোগেও কোন ঘাটতি ছিল না। সভাধিপতি হিসেবেও সফল। তবুও প্রার্থী তালিকায় তার নাম না থাকাটা সত্যিই বিস্ময়ের। আর এই বিস্ময়ের কারণেই হয়ত নিজে থেকে আক্ষেপ করে বসে যাবার কথাও তিনি জানিয়েছেন। তবে

সভাধিপতি কে হচ্ছেন এটা নিয়ে রহস্য বাড়ছে প্রতিদিনই। বেশ কিছু নাম সভাধিপতি হবার উপযুক্ত হলেও চৈতী বর্মন বড়ুয়া যে সভাধিপতি হবার দৌড়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে আছেন এটা মানছে জেলার রাজনৈতিক মহল। তবে শুধু জেলার রাজনৈতিক মহলই যে এমনটা ভাবছে তা কিন্তু নয়। প্রকাশ্যে না বললেও এটা মেনে নিচ্ছেন তৃণমূলেরই অনেক জেলাস্তরের নেতা। এমনই নাম জানাতে অনিচ্ছুক তৃণমূলের এক জেলাস্তরের নেতা বললেন, 'আমরা তো জানতাম ২০১৩ সালেই চৈতীদেবী সভাধিপতি হচ্ছেন। কিন্তু দেখা গেল শেষ মুহূর্তে তার নাম বাদ পড়ল সভাধিপতির পদ থেকে'। আসলে সেই সময় সদ্য সিপিএম থেকে তৃণমূলে এসেছিলেন বলে তৃণমূলের ভেতর অনেকেরই আপত্তি ছিল চৈতী বর্মনকে নিয়ে। মাঝখানে তোর্ষা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। তৃণমূলে নিজের অবস্থান অনেকটাই শক্ত করেছেন এই দশ বছরে চৈতীদেবী। দলের ব্লক লেভের সাংগঠনিক পদও পেয়েছেন। সেভাবে গোষ্ঠী ভিত্তিক রাজনীতি তিনি করেননি বললেও চলে। যদিও একটা সময় রবীন্দ্রনাথ ঘোষের হাত দিয়েই সিপিএম থেকে তৃণমূলে তার আসা। প্রথমদিকে রবি অনুগামী হিসেবে তার পরিচিতি থাকলেও এখন সেই ছাপ নেই তার। বাম আমলে দক্ষতার সাথে সভাধিপতির দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল না সে সময় এটা যেমন প্লাস পয়েন্ট তার। আবার তৃণমূলে এসেও টানা দশ বছর ধরে কর্মাধ্যক্ষ আছেন। এবারেও নেই তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ। এর আগেও দেখেছি তৃণমূলের জেলার অনেক হাইপ্রোফাইল নেতা সভাধিপতি না হতে পেরে প্রকাশ্যে দলের প্রতি ক্ষোভ জানালেও। দুবার সভাধিপতি হতে না পেরেও কোন ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি তাকে। চৈতী বর্মন বড়ুয়া ছাড়াও সভাধিপতি হবার দৌড়ে আর যাদের নাম কান পাতলে শোনা যাচ্ছে তারা হলেন শিখা দাস, মুক্তি রায়, সুজাতা বর্মনের নাম। সুজাতাদেবী আড়াই বছর ধরে মাথাভাঙা-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে আছেন। এর সাথে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদেও আছেন তিনি। মুক্তি রায়ও আড়াই বছর দিনহাটা-২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে ছিলেন। ফলে এই দুজন সভাধিপতি হলেও অবাক হবার কিছু নেই। অভিষেক ব্যানার্জির নব জোয়ার যাত্রার ফলে এদের বাইরে গিয়েও আরও অনেকে বয়সে নবীন কেউ সভাধিপতি হলেও অবাক হবার কিছু নেই বলে মনে করেন তৃণমূলের অনেক সমর্থক। তবে কাজের অভিজ্ঞতায় অন্যদের থেকে একটু হলেও এগিয়ে চৈতী বর্মন বড়ুয়া সেটা মানছে অনেকেই। তবে সব উৎসাহের সমাপ্তি হবে নির্বাচনের পর।

তরণীকান্ত বর্মনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: শালমারার ২৬ নম্বর জেডপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন তৃণমূল নেতাকে তরণীকান্ত বর্মনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় শালমারা এলাকা থেকে বিজেপির ২৬ নম্বর জেলা পরিষদ আসনের প্রার্থী তথা প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তরণীকান্ত বর্মনকে গ্রেপ্তার করলো কোচবিহার জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের বিশেষ টিম। আর এই গ্রেফতারকে ঘিরে শোরগোল পড়েছে কোচবিহার জেলার রাজনৈতিক মহলে। তবে গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ বুধবার রাত আনুমানিক নয়টা এগারো মিনিট নাগাদ সংবাদমাধ্যমকে জানান তরণীকান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে আদালতে ওয়ারেন্ট বিচারাধীন ছিল। পুলিশ সেই ওয়ারেন্ট কার্যকর করেছে এমনটাই জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন। তবে কোন মামলার কারণে তার বিরুদ্ধে আদালতে ওয়ারেন্ট বিচারাধীন

ছিল সে বিষয়ে জেলা পুলিশের তরফে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাজপালকে উদ্দেশ্য করে 'গো ব্যাক' স্লোগান

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। রাজ্যপালের পক্ষ থেকে মোট ১৪ জন সহ উপাচার্যকে নিয়ে আজ এই বৈঠকের আয়োজন বলে জানা গিয়েছে। ১৪ জনের মধ্যে ১৩ জন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বৈঠক ঘিরেই উত্তেজনা দেখা যায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ রাজ্যপাল অবৈধভাবে এই উপাচার্যদের নিয়োগ করেছেন। এরই প্রতিবাদে তারা এই বৈঠককেও অবৈধ বলে কটাক্ষ করেন। এরই বিরোধিতা করে এদিন তাদের এই বিক্ষোভ চলে। রাজ্যপালের কনভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছতেই তার কনভয় ঘিরে ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখায়। পরবর্তীতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান

বিক্ষোভে সামিল হয় তারা। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বিশ্ব বিদ্যালয় চত্বরে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী।

জয় জোহার

ব্রিটিশ শাসকের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে
সাঁওতালদের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের

অমর শহীদ সিধু ও কানুর স্মরণে
৩০শে জুন মহান হুল দিবসের

আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন

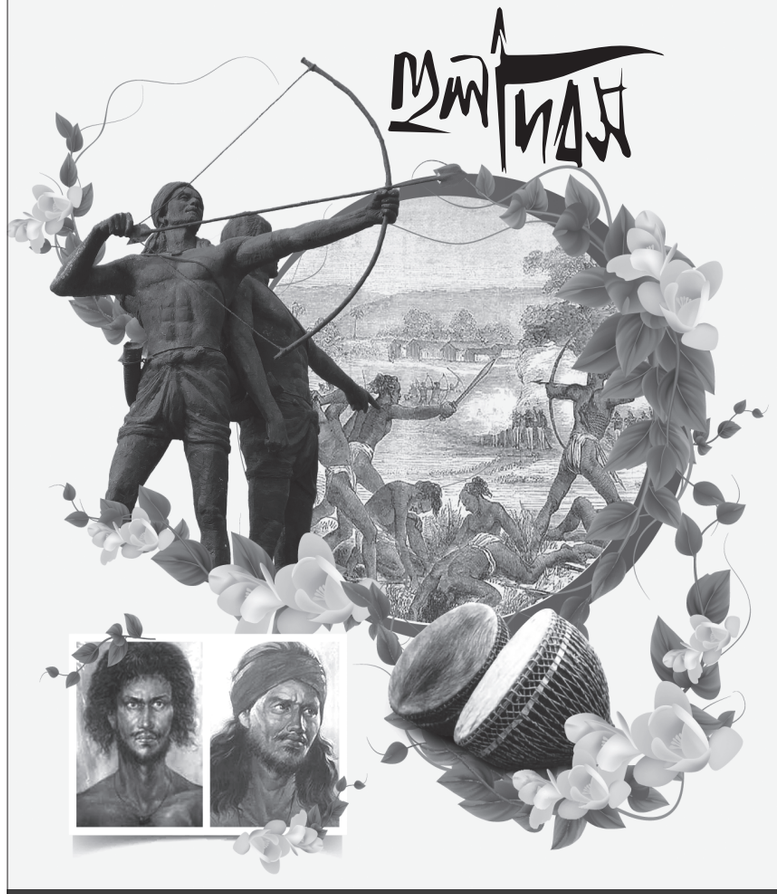

আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল দোলাপাড়ার বাসিন্দাদের একাংশের

কোচবিহার: তাদের গ্রাম সংলগ্ন কোচবিহার শহরে যখন চলছে হেরিটেজের কাজ। সে সময়ই শহর সংলগ্ন খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দোলাপাড়ার বাসিন্দাদের একাংশ এবার ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়ে এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করলেন। তাঁদের অভিযোগ, বিগত দশ বছর ধরে এলাকার কোনও উন্নয়ন হয়নি। রাস্তার পরিস্থিতি খুব খারাপ। গত ১৭ জুনের ঘণ্টা খানেকের বৃষ্টিতে রাস্তায় জল দাঁড়ানোর পাশাপাশি অনেকের বাড়িতেও জল উঠে আসে। এই সমস্যা আগেও হত। সমস্যা সমাধানে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য প্রধান সবাইকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এলাকায় পানীয় জলেরও সমস্যা রয়েছে। এলাকায় টিউবওয়েল নেই। স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোথায় কোনও কাজ না হওয়ায় এবার বাধ্য হয়ে দোলাপাড়ার বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা হুমকি দিয়েছেন পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের।

গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতেই বেহাল হয়ে গোটা এলাকা। বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা এদিন জলের মধ্যেই এলাকা জুড়ে ভোট বয়কটের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন। আন্দোলনকারীদের রাস্তাঘাট নীচু থাকায় প্রতি বছরই বর্ষার সময় এলাকার নিকাশিনালা উপচে রাস্তায় জল জমে যায়। এতে চলাচলে সমস্যায় পড়তে হয় বাসিন্দাদের। এলাকা জুড়ে রয়েছে পানীয় জলের সমস্যাও। স্থানীয় বাসিন্দা খনা সাহা বলেন, 'ভোটের সময় প্রতিবারই আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরেও সমস্যা সমাধান হয়নি। এই জলের মধ্যে দিয়েই চলতে হয় বলে তার দাবি।' এলাকার এক প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এলাকার এই এই পরিস্থিতিতে বর্ষার সময় টোটো আসতে পারে না। রাত-বিরেতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অসহায়তার মধ্যে পড়তে হয় আমাদের। তাই এই পরিস্থিতিতে আমরা বাধ্য হয়েই ভোট বয়কটের কথা বলেছি।'

ভোটের সময় প্রতিবারই আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু এত বছরেও কেউ আমাদের সমস্যার সমাধান না করায়। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েই আমরা এবার এলাকার সমস্যার সমাধানে পথে নেমেছি। এলাকার বেহাল নিকাশি পরিস্থিতি, পর্যাপ্ত আলোর অভাব, রাস্তাঘাটের জমা এই জলের মধ্যে দিয়েই চলাচলের সমস্যা, পানীয় জলের অভাব সহ এত কিছুর জন্য ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে বলে বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য। পঞ্চায়েত সদস্য নারায়ণ দেবনাথ জানান, দু'দিন আগে এলাকায় আমরা জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে নিকাশিনালা তৈরির কাজ করছিলাম। কিন্তু এলাকার কেউ বা কারা কাজটি আটকে দেয়।'সে সাথে তিনি জানান দু'বছর করোনার কারণে আমরা কিছু করতে পারিনি। ১০০ দিনের কাজও বন্ধ। ফলে কাজ করা যায়নি।

কোচবিহারে ভোটের প্রচার করলেন বাবুল সুপ্রিয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে কোচবিহারে ভোট প্রচারে উপস্থিত মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেন তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। প্রচারের সময় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের উন্নয়নের কথাই তুলে ধরেন তিনি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি এদিন কিছু মিডিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিতে শোনা যায় তার গলায়।

মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এদিন বলেন, "গোটা রাজ্যের সমস্ত জায়গায় ভোট হবে। সমস্ত মানুষ খুশির সঙ্গে ভোট দেবেন। আমাদের নেত্রী এবং রাজ্য সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে। মানুষ আমাদের পাশে রয়েছে এবং আমরাও মানুষের সঙ্গে রয়েছি। কিন্তু কিছু মিডিয়া প্রতিনিয়ত খারাপ জিনিস দেখিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের দু-একটা ব্লকে কিছু ঘটনা ঘটেছে। সেটার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কোনোভাবেই জড়িত নয়। তবুও সকাল থেকে রাত অব্দি সেই একই ঘটনা বারবার দেখানো হচ্ছে। ভালো ঘটনাগুলোকে আড়াল করে খারাপগুলোই মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা গোটা দেশকে বিরোধী শূন্য করবার ডাক দিয়েছিলেন অনেক আগেই। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যদি দুই একটি আসন বিরোধী শূন্য ভাবে জিতে নেওয়া যায় তাহলে সমস্যা কোথায়। বাবুল সুপ্রিয় ভোট প্রচার করতে এসে। প্রার্থীদেরকে মানুষের আরো কাছাকাছি যাবার পরামর্শ দেন এবং মানুষের সমস্যাগুলোকে ভালোভাবে শোনার কথাও বলেন।

অত্যাধুনিক হার্টের চিকিৎসা এবার কোচবিহারের শুভম হাসপাতালে

পার্থ নিয়োগী: বর্তমানের ৫ জির এই হাইস্পিড সময়ে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষের হৃদয়ের সমস্যা। কারও হার্টের ব্লকেজ কিংবা কারও হার্টবিটের সমস্যা বা পাম্পের সমস্যা। শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম সবখানেই বাড়ছে হার্টের রোগ। কিন্তু কোচবিহারের মত শহরে হার্টের রোগের থেকেও বেশি চিন্তার ছিল কোথায় করাতে যাবে হার্টের চিকিৎসা? বেশিরভাগ মানুষকেই তাই ছুটতে হত হার্টের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতে। এতে চিকিৎসার পাশাপাশি যাতায়াত, থাকা-খাওয়া নিয়ে হত বেশ খরচ। আসলে নিজের জায়গায় হার্টের চিকিৎসার সুযোগ থাকলে এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হত না এখানকার মানুষের। কিন্তু হার্টের চিকিৎসা তো সাধারণ পরিকাঠামোর মধ্যে করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার অত্যাধুনিক ক্যাথল্যাব, যন্ত্রপাতি ও দক্ষ চিকিৎসকের। যার খুব অভাব ছিল কোচবিহারে। ফলে হার্টের চিকিৎসার জন্য এখানকার মানুষকে বাইরেই যেতে হত ইচ্ছা না থাকলেও। তবে এখন থেকে আর সেই সমস্যা রইল না। কোচবিহার শুভম হাসপাতালের সৌজন্যে। হার্টের অত্যাধুনিক চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যেই শুভম হাসপাতালে খোলা হয়েছে অত্যাধুনিক ক্যাথল্যাব। আর এই নিয়ে গত ২১ জুন শুভম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে তাদের হাসপাতালে আয়োজন করা হয়েছিল সাংবাদিক সম্মেলনের। এই সাংবাদিক সম্মেলনে শুভম হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ সুষশ চক্রবর্তী বলেন, 'শুভম হাসপাতালে কার্ডিওলজির সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। দেশের বড় বড় শহরে কার্ডিওলজির যে সব পরিষেবা পাওয়া যায় তা এখানেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, কার্ডিওলজির চিকিৎসার জন্য দুই ধরনের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রথমটা হল ইনভেসিভ কার্ডিওলজি এবং দ্বিতীয়টা হল নন ইনভেসিভ কার্ডিওলজি। ইনভেসিভ কার্ডিওলজির জন্য ২৪*৭ ঘণ্টা পেসমেকার, অ্যাঞ্জিওগ্রাম, অ্যাঞ্জিওগ্রাফী এর ব্যবস্থা থাকতে হয়। যা কিনা শুভম হাসপাতালে আছে। আবার নন ইনভেসিভ কার্ডিওলজির ক্ষেত্রে উন্নতমানের এডভ্যান্স যন্ত্রপাতি, ক্রিটিক্যাল কার্ডিওলজি আইসিইউ এর সব ব্যবস্থা এখন শুভম হাসপাতালে মিলবে। একইসাথে তিনি বলেন কার্ডিওলজি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য এখন আর কোচবিহারের মানুষকে বাইরে যেতে হবে না। শুভম হাসপাতালেই মিলবে উন্নত হার্টের চিকিৎসা পরিষেবা'। ডাঃ অবোধ কুমার সিনহা জানান, 'শিশুদের সব ধরনের কার্ডিও ডায়গনিস্কের ব্যবস্থা এখানে আছে। সদ্যজাত শিশুদের আইসিইউ এখানে আছে বলে তিনি জানান। একইসাথে তিনি বলেন প্রতিদিনই শিশুদের ইসিজি ও ইকোকার্ডিগ্রাফির ব্যবস্থা শুভম হাসপাতালে আছে। এছাড়া এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বিশ্বজিৎ দাস। খুব দ্রুত শুভম হাসপাতালে ওপেন হার্ট সার্জারি চালু হবে বলে জানান সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত চিকিৎসকেরা।

ভোট প্রচারে সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: ভোটে জেতার আশায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরা রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছেন। চলছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভোট প্রচার ও সৌজন্য সাক্ষাৎ। এরই মাঝে চলছে দল ভাঙাগড়ার খেলাও। টিকিট না পেয়ে অনেকেই ইতিমধ্যে দল ছেড়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগমারা বুথ থেকে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার তৃণমূল ও কংগ্রেস ছেড়ে মিম দলে যোগদান করেন বলে দাবি উত্তর মালদা জেলা সভাপতি নুরসেদ আলমের। নুরসেদ আলম জানান, ৯ নং জেলা পরিষদ কুশিদা ও বরুই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এলাকার মানুষ শাসকদলের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে দল ছাড়ছেন। মঙ্গলবার তাঁর হাত ধরে কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগমারা বুথ থেকে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার মিম দলে যোগদান করেন। এলাকার মানুষ বিকল্প দল চাইছে, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা চাইছে। তাই কুশিদা ও বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ তাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন বলে আশাবাদী।

স্কুটনিতে অশান্তি ছড়ালো দিনহাটার সাহেবগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: মনোনয়ন পর্বের মতো স্কুটনিতেও অশান্তি ছড়ালো কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে আক্রমণেরও অভিযোগ উঠেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এদিন বিজেপি কর্মীরা স্কুটনিতে সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসে গেলে সেখানে তাদের আক্রমণ এবং মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ঘটনাস্থলে গেলে তার গাড়ির উপর তীর এবং বোমা মারা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

কর্মীদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে শুনে নিশীথ প্রামাণিক বিডিও অফিসে ঢুকতে চান। সেই সময় বিডিও অফিসের ১০০ মিটারের মধ্যে ঢুকতে পারবেন না বলে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে নিশীথ প্রামাণিককে জানানো হয়। তখনই নিশীথ প্রামাণিক পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক অভিযোগ করেন যে, "পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের দলদাসে পরিণত হয়েছে। বিজেপি কর্মীরা মার খাচ্ছেন। তারা স্কুটনি করাতেও যেতে পারছেন না। মহিলা বিজেপি কর্মীর উপরেও আক্রমণ করা হচ্ছে। আমি আসবার সময় তিনি বলেন আমার গাড়িতে তীর মারা হয়েছে এবং বোমা ছোড়া হয়েছে। অথচ পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখছে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমাদেরকে বিডিও অফিসে যেতে দিচ্ছে না। অথচ তৃণমূল কর্মীরা সকলেই বিডিও অফিসে যাচ্ছে। আমাকে বলা হচ্ছে এখান থেকে চলে যেতে। আমি চাইছি এই পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক"।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ পার্থ প্রতিম রায় জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই অঞ্চলটিকে উত্তপ্ত করার জন্যে তার বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তার ওপর কোনো রকম আক্রমণ করা হয়নি। মিথ্যা গুজব ছড়ানোর জন্য এই সব কথা রটানো হচ্ছে।

নদী ভাঙনে রাতের ঘুম উড়েছে বাসিন্দাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা: যেকোনও দিন নদীগর্ভে বিলীন হতে পারে বাড়ি-ঘর। আতঙ্কে ভুগছেন তুফানগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের উল্লার খাওয়াঘাট এলাকার বাসিন্দারা। সামান্য বৃষ্টিতে শুরু হয় নদী ভাঙন। ইতিমধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি। বার বার প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো স্বত্বেও কোনো পদক্ষেপ নেই প্রশাসনের। এমনই ছবি ধরা পড়লো কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ-১ নং ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ী-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লার খাওয়াঘাট এলাকায়। আশঙ্কা ও আতঙ্কে প্রহর গুণছেন এলাকাবাসীরা। জানা গিয়েছে, বহুবার দাবি জানানোর পরেও পাড় বাঁধ দেওয়া হয়নি রায়ডাক নদীতে। ফলে ভিটেমাটি ছাড়ার আশঙ্কায় রয়েছে বহু পরিবার। রায়ডাক নদীতে বাড়ি ঘর তলিয়ে যাওয়ার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন অনেকেই। এই নদীর পাড়েই বসবাস কয়েকশো পরিবারের। স্থানীয়দের অভিযোগ প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ না থাকায় প্রতিবছর, গাছ বাগান সহ কৃষিজমি বাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে নদী গর্ভে।

মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সফল চা বলয়ের শঙ্খজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া এলাকার সবজি বিক্রেতার ছেলে শঙ্খজিৎ দাস ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনাতে ভালো। ছেলের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখে তাকে পড়াশুনা ছেড়ে অন্য কাজ করার কথা কখনও বলেননি তার বাবা বিদ্যুৎ দাস। চা বাগান এলাকায় চিকিৎসকের দেখা মেলে না। শঙ্খজিৎ দেখেছে দ্রুত চিকিৎসা না পেয়ে এলাকায় অকালেই অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। মনে তার জেদ চেপে বসে চিকিৎসক হওয়ার। সবজি বিক্রেতা হলেও ছেলেকে ভাল স্কুলে পড়িয়েছেন তার বাবা বিদ্যুৎ দাস। টানাটানি সংসারে অর্থের অভাবের জন্য নিট ইউজি-র জন্য সরাসরি কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারেনি শঙ্খজিৎ প্রশিক্ষণ। তাই অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমবারের মত পরীক্ষায় বসে শঙ্খজিৎ, প্রথম পরীক্ষাতেই বাজিমাত। শঙ্খজিৎ ও তার পরিবার এখন সময়ের অপেক্ষায় কবে থেকে সে ডাক্তারি পড়া শুরু করবে। তার অদম্য ইচ্ছে এবং চা বলয়ের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তাগিদ তাকে সফলতা এনে দিয়েছে। শঙ্খজিৎ ডাক্তার হয়ে চা বলয়ের মানুষদের পাশে দাঁড়াবে এই আশাতেই রয়েছেন এলাকার মানুষ।

ব্যবহারের অযোগ্য বস্তু দিয়ে রথ বানিয়ে তাক লাগালো আয়ুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর দিনাজপুর: রথযাত্রা উপলক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের অযোগ্য বস্তু দিয়ে রথ বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল ইসলামপুরের থানা কলোনীর বাসিন্দা আয়ুষ দে। আয়ুষ ইতিপূর্বেও এক ফুটের রথ বানিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এবার তিনি অপূর্ব সুন্দর ব্যবহার অযোগ্য বস্তু দিয়ে তিন ফুটের রথ বানিয়ে প্রসংশার পাত্র হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে আয়ুষ ইসলামপুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। পড়াশোনার ফাঁকে এই ধরনের কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছেন আয়ুষ। এছাড়াও ব্যবহারের অযোগ্য বস্তু দিয়ে সব সময় তিনি বিভিন্ন মূর্তি বানিয়ে থাকেন। এবার রথ বানিয়ে নিজের বাড়িতেই জগন্নাথ দেবের পুজোর আয়োজন করেছেন আয়ুষ। আয়ুষের এই কাজে মুখর হয়ে তাকে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও সর্বদা উৎসাহিত করে থাকেন। এছাড়াও প্রতিভাবান আয়ুষের শিল্পীসত্বাকে সম্মান জানিয়েছেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

তৃণমূল কর্মীকে অপহরণের অভিযোগে রাজ্য সড়ক অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিনহাটার ভেটাগুড়ি এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী এবং তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালানো এবং তৃণমূল কর্মীকে অপহরণের অভিযোগে কোচবিহার দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে দিনহাটা থানার পুলিশ। তৃণমূলের অভিযোগ গতকাল রাতে বিজেপির দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভেটাগুড়ি এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। বিভিন্ন তৃণমূল কর্মী এবং তৃণমূল প্রার্থীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের হুমকি দেওয়া হয়। ভাঙচুর করা হয় বাড়িঘর। একজন তৃণমূল কর্মীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর ফেসবুকে পোস্ট, বিতর্ক রাজনৈতিক মহলে

নিজস্ব সংবাদদাতা: উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্ক রাজনৈতিক মহলে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ তার ফেসবুক একাউন্টে লিখেছেন "দীপক ভট্টাচার্য সহ ১২ জন অঞ্চল সভাপতি ও অন্যান্য নেতাদের কাছে আমার দাবি বিরোধী শূন্য ব্লক চাই।" উদয়ন গুহর এই ফেসবুক পোস্টের পর স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধীদের অভিযোগ নির্বাচনে অশান্তি সৃষ্টি করতেই নির্বাচনের আগে উদয়ন গুহ এই উস্কানিমূলক ফেসবুক পোস্ট করেছেন। মনোনয়নপত্র জমার দিন থেকে শুরু করে স্কুটনির দিন পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে, সেই জায়গায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি এবং অঞ্চল সভাপতিদের উদয়ন গুহের এই ধরনের নির্দেশ এলাকায় আরও অশান্তি বাড়াবে বলে দাবি বিরোধীদের। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, উদয়ন গুহ ভয় পাচ্ছে। প্রথমেই বিজেপি প্রার্থীরা যাতে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারে তার জন্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী গোটা উত্তরবঙ্গ ছেড়ে শুধু দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকে পড়েছিল যাতে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারে। কিন্তু তারপরেও বিজেপি সেখানে প্রার্থী দিয়েছে। সেখানে নির্বাচন হবে। আর বিজেপি সেখানে অনেক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবে। আর সেই কারণেই উদয়ন গুহ এই ধরনের পোস্ট করছে। যদিও এই বিষয়ে উদয়ন গুহ জানিয়েছেন, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে আমার দলের কর্মীদের উজ্জীবিত করবো, তাদের টার্গেট ঠিক করে দিবো এতে অস্বাভাবিকের কি রয়েছে? আমাদের কর্মীরা যেভাবে কাজ করছে যেভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিব মানুষের জন্য কাজ করছে প্রতিটি এলাকায় উন্নয়ন করছে তাতে এটা আশা করায় অন্যায় কি রয়েছে। আমার সেই আশাটাই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছি।

সিতাইয়ে বোমা তৈরির কারখানার হদিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বোমা তৈরি কারখানার হদিশ পেল দিনহাটার সিতাই থানার পুলিশ। তিনটি তাঁজা বোমা ও বোমা তৈরির নানা সরঞ্জাম সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল সিতাই থানার পুলিশ। শনিবার দুপুরে দিনহাটার সিতাইয়ের মোড়ভাঙ্গা আদাবাড়ি এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ওই দুই ব্যক্তির নাম সন্তোষ দাস এবং সুরথ দাস বলে জানা গেছে। কি উদ্দেশ্যে তারা এই বোমা তৈরি করছিল, তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে সিতাই থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দিনহাটার বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে সঙ্গে সিতাই এলাকাতেও রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ চরম আকার নিতে চলেছে। প্রায় প্রতি রাতেই সিতাইয়ের বিভিন্ন প্রান্তে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে চলেছে। সিতাইয়ের মোড়ভাঙ্গা আদাবাড়ি এলাকায় সন্তোষ দাসের বাড়িতে বোমা তৈরি করা হচ্ছিল এই খবর পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে। এরপর পুলিশের একটি দল ওই গ্রামে গিয়ে সন্তোষ দাসের বাড়ি ঘিরে ফেলে। বাড়ির ভিতরে একটি ঘরে সেই সময় বোমা তৈরি করা হচ্ছিল। পুলিশ হাতেনাতে বাড়ির মালিক সন্তোষ দাস এবং সুরথ দাসকে ধরে ফেলে। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণে বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তিনটি তাঁজা বোমা ছাড়াও বোমা তৈরির সরঞ্জাম গুলির মধ্যে ৭০ টি জর্দার কৌটা, ৩ কেজি লোহার কুচি, তিন কেজি লোহার বল, ২ কেজি মার্বেল, ১৫০ টি চকলেট বোম, ৫০০ গ্রাম লোহার পিন এবং পাটের দড়ি ছয় রোল উদ্ধার হয়। পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্তোষ দাস এবং সুরথ দাসকে গ্রেফতার করে। কিসের উদ্দেশ্যে কাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ওই বাড়িতে বোমা তৈরি কাজ চলছিল তা নিয়েও তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে অতি শীঘ্রই তাদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করবে। এর পেছনে নিছক রাজনীতি, নাকি অন্য কোন নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালানোর উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার আগে থেকেই দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটে চলেছে। একদিকে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ অপরদিকে তৃণমূল এবং বিজেপি দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে চলেছে। এই সংঘর্ষের ঘটনা গুলিতে লাঠিসোটা ব্যবহারের পাশাপাশি বোমাবাজির ঘটনাও ঘটে চলেছে। একদলের কর্মী সমর্থকরা অপর দলের কর্মী সমর্থকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য এই বোমাবাজির ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার পর্ব চলছে, সেই সময় এই বোমা তৈরীর কারখানার হদিশ রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সর্বমঙ্গলা মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটে তুফানগঞ্জ শহরের ৪ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ১৩৭ বছরের প্রাচীন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। এছাড়াও তুফানগঞ্জ রানীরহাট বাজারের বেশ কিছু দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। এই বিষয়ে মন্দিরের পুরোহিত দেবাশীষ ব্যানার্জি জানান, সকালে নিত্য পুজো দিতে এসে তিনি দেখেন মন্দিরের গ্রিল তালা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি জানান, মায়ের গায়ের সাত ভরি সোনা, ৫০০ গ্রাম ওজনের রুপোর মুণ্ডমালা এবং প্রণামী বাক্সের বেশ কিছু টাকা নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। তুফানগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় পুলিশ। এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে তিনি জানান। অপরদিকে একই রাতে তুফানগঞ্জ রানীরহাট বাজারের বেশ কিছু দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। বাজারের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

রাজ্যপালকে স্মারকলিপি ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্সের

নিজস্ব সংবাদদাতা,শিলিগুড়ি: পাহাড়ে প্রকাশ্যে সাংসদ ও ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্সের প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল ও তার সহযোগী দল। এমনই অভিযোগ তুলে রাজ্যপালের সাথে বৈঠক করে তাকে একটি স্মারকলিপি তুলে দিল ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধিদল। পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বিজেপির সাথে জোট করেছে পাহাড়ের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। আটটি দলের এই জোটকে নাম দেওয়া হয়েছে ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্স। তবে এই জোটের প্রার্থীদের নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল ও তার সহযোগী দল। এমনই অভিযোগ তুলে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার নেতৃত্বে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের দ্বারস্থ হল ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে রাজ্যপালের সাথে তারা দেখা করে রাজ্যপালকে সমস্ত বিষয়ে অভিযোগ জানান। পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে হিংসার আশঙ্কা করে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত রাখার আবেদন জানানো হয়। এদিন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তাদের দাবি দাওয়া গুলি নিয়ে রাজ্যপালকে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন। এদিন দার্জিলিংয়ের সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ তামাং জিম্বা সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা।

সম্পাদকীয়

শান্তির পঞ্চায়েত কাম্য

বর্ষার মেঘের গর্জনকে হার মানিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের দামামাই এখন কানে আসছে। চায়ের ঠেক থেকে শুরু করে বাড়ির ড্রয়িং রুম পঞ্চায়েতের খবরে মজে উঠেছে। এরই মাঝে এক চোরা স্রোত বইছে আতঙ্কের। সেই আতঙ্কের নাম রাজনৈতিক হিংসা। যদিও বাংলার বুকে এটা এখন খুব স্বাভাবিক ছবি হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণের ভাঙ্গড় থেকে উত্তরের দিনহাটা নির্বাচন আর সন্ত্রাস যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। পঞ্চায়েত নামক ক্ষমতার মধুভান্ডের জন্যই হিংসা সে বলতে আর অপেক্ষা রাখে না। তবে এই পরিবেশ বাংলার বুকে একদিনে হয়নি। বাম আমল থেকেই পঞ্চায়েত ভোট হয়ে উঠেছিল আতঙ্কের। পঞ্চায়েত ভোট এত আতঙ্কের হয়ে গেছে যে ভোটকর্মীরা পর্যন্ত বলছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে তারা ভোটের ডিউটি করবেন না। একটা সময় বলা হত বাংলার মানুষ নাকি রাজনীতি সচেতন। কিন্তু এখন কি সেই কথা বলার মুখ আছে আমাদের? আগে সন্ত্রাস বলতে আমরা বিহার, উত্তরপ্রদেশকে দেখাতাম। আর এখন বাংলাকেই সন্ত্রাসের জন্য দেখান হয়। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? রাজনৈতিক দলগুলি পারস্পরিক দোষারোপে মত্ত না হয়ে আন্তরিক হতে হবে হিংসা বন্ধ করতে। প্রয়োজনে নিজের দলের লোকেদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে বৃহত্তর নাগরিক সমাজকে। প্রশাসনকেও হতে হবে কঠোর। আর তবেই ভোটের মুখে রাজনৈতিক হিংসার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

কবিতা

শিকার

.... সুবীর সরকার

প্রতিবার শিকারের আগে একজন
তান্ত্রিক দেখা করতে আসেন
বলখেলার মাঠ নিয়ে আমাদের কথা হয়
ম্যাজিশিয়ানকে ফোন করে চলে আসতে বলি
এই নয় নদী ছয় ফরেস্টের দেশে
দিঘির জলে হাঁস।
বাদাম কাঠের নৌকো।
আমি, ম্যাজিশিয়ান ও তান্ত্রিক ভাদ্রের
মাঠের কিনারে এসে দাঁড়াই
আর প্রতিবার শিকারের আগে
সরু চালের ভাত।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, দেবাশীষ চক্রবর্তী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

বৃষ্টিরাতের গান....

..... প্রতিভা বর্মন

ঘনঘোর বর্ষা রাত বেড়েই চলেছে, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, লোডশেডিং, গভীর রাতে একলা বসে আছি অন্ধকারের মুখোমুখি। দেখতে দেখতে ভিজে বাতাস এসে গেল সঙ্গে নিয়ে এল সোঁদা মাটির গন্ধ, এ যেন নস্টালজিয়া। থোকা থোকা কদম জুঁই ফুলের পাপড়ি বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জলবিন্দু, কি অপূর্ব তার ঘ্রাণ। কান পাতলেই শোনা যায় "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূণ্য মন্দির মোর.... আজও কার যেন সংগোপনে হেঁটে চলা প্রাচীন অভিসারে। বৃষ্টিমুখর রাত স্নিগ্ধ হয় নিবিড় একাত্মতায়। ছায়াছন্ন ঘনঘোর রাতেরও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। এই রাতে গাছগুলি জুবুথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাতার আড়ালে জোনাকিরা মিটমিট করে জ্বলছে, ভেজা নীড়ে পাখিটি তার প্রিয় সঙ্গীকে জলের ঝাপটা থেকে আগলে রেখে ডানার উষ্ণতা ভাগ করে নিচ্ছে একে অপরের সঙ্গে। চারিদিকে সতেজ সবুজ শীতলতা, নদীটিরও ভরাট যৌবন উচ্ছ্বাসে কলহাস্যে। প্রকৃতি চিরায়িত সৌন্দর্যে সেজে উঠেছে। একটা বৃষ্টিভেজা প্রজাপতি আমার ঘরে ঢুকেছে আমি কাছে যেতেই ভেজা ডানার কিছুটা রঙ ছড়িয়ে দিয়েই চলে গেল। সেই রঙ দিয়ে এখন আমি বৃষ্টি লিপি আঁকছি খাতার পাতায়। আকাশে তরল রজতধারা বিদ্যুতের ঝলকানি মেঘের ঘনঘটা, মেঘমল্লারের ভাষ্য জুড়ে যেন বৃষ্টির স্বরলিপি। এমন দিনেই তো মহাকবি লিখেছিলেন ... "কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা" অথবা বিশ্বকবির ভাষায় .... "এমন দিনে তারে বলা যায়".....

কিন্তু বলব কাকে বা লিখব কাকে? তাই লিখছি বৃষ্টিকে। বৃষ্টিকেই বলছি তৃষিত মনের কথা। এই বৃষ্টিতেই ধুয়ে মুছে যাক যাবতীয় ঘাত অন্তর্ঘাত। শুনেছি বৃষ্টি রাতে নাকি পুরোনো সমস্ত কথা মনে পড়ে যায়.... তোলপাড় ওঠে মনের ঘরে। আমার স্মৃতির ঘর বহুদিন রুদ্ধ দ্বারে ছিল, এক বর্ষায় দরজা খুলে দিলাম নিমেষেই মেঘ ঢুকে তুমুল বৃষ্টিতে সমস্ত ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। যতটুকু মেঘলা বিরহ ছিল জানলার বাতাস এসে উড়ে নিয়ে গেল, এ ঘর এখন শান্ত স্নিগ্ধ তাই আগের কথা তেমন আর কিছুই মনে পড়ে না আমার। রথের মেলায় একটা পুতুল কিনেছি আমি তাকে বৃষ্টি দিনের গল্প শোনাব। কেননা জ্যান্ত পুতুলগুলি আর গল্প শুনতে চায় না তারা ভীষণ যন্ত্রপ্রেমী প্রতিনিয়ত মোবাইল গেমে ব্যস্ত। এই যন্ত্রযুগে যন্ত্রের চোখ ধাঁধানো আলোয় সুখময় দিনের চিঠিগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, যন্ত্রের কাছে সবাই বশ হয়ে আছে আর এই যন্ত্রই তো যন্ত্রণা বাড়িয়েছে অহরহ। ..... তবুও আমি প্রতীক্ষায় একটি মোবাইলহীন সভ্যতার উষালগ্নের দিকে তাঁকিয়ে প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছি যেদিন আবার ও অনেক চিঠি লিখব কাঙ্খিত প্রিয়জনকে, লিখব নৈসর্গিক স্নিগ্ধ ভোরের কথা... বৃষ্টিভেজা নির্ঘুম বিষণ্ণ রাতের কথা... বেদনাগুচ্ছের অথবা তীব্র অভিমানের কথা।

প্রবন্ধ

মদনমোহন ঠাকুরের প্রাচীন রথযাত্রা

..... আবির ঘোষ

"রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব- হাসে অন্তর্যামী।"

জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা নয়। রথের আরোহী কুচবিহার রাজবংশের গৃহদেবতা শ্রীশ্রী সোনার বংশীধারী মদনমোহন ঠাকুর। বাংলার প্রাচীন ও ঐতিহ্য মণ্ডিত রথযাত্রা হয়ে আসছে, তার মধ্যে অন্যতম উত্তরবঙ্গের কুচবিহার জেলার শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের রথ। কুচবিহারবাসীরা মদনমোহন ঠাকুরকে বড়বাবা বলে ডাকেন কারণ তিনি পিতার মতোই আমাদের অভিভাবক।

যাই হোক, কুচবিহার রাজবংশের প্রাচীন রীতিনীতি মেনে আজও রথযাত্রার আগের দিন হয় শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের অধিবাস। সুগন্ধী তেল মাখিয়ে চলে মদনমোহনের অঙ্গরাগ পর্ব। পরদিন থাকে শ্রী মদনমোহনের মহাস্নান। রথযাত্রার দিন মূল মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে পশ্চিমদিকে অন্য একটি নাট মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয় শ্রীশ্রী মদনমোহনকে। চলে রথ উপলক্ষে পুজোপাঠ ও যজ্ঞ। প্রাচীন এই রথের ছ'টি চাকা, উচ্চতা ২২ ফুট। সামনে থাকে দু'টি রুপোর ঘোড়া। সারথিরা কাঠের। মন্দিরেই ফি

বছর ৪০ কেজি পাট দিয়ে তৈরি হয় রথের রশি। রথযাত্রার দিনে বিকেলে শ্রীশ্রী মদনমোহনকে নানা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করে রথে আরোহন করানো হয়। এরপর মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি থেকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় সুসজ্জিত মদনমোহন ঠাকুরকে নিয়ে গুঞ্জবাড়িতে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রথ। ভক্তদের মধ্যে রথের দড়ি ধরার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন ঠাকুরের রথের মেলা দেখতে কোচবিহার জেলা তো বটেই সংলগ্ন আসাম থেকেও প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় করে। মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির সামনে বৈরাগী দীঘির পাড় দিয়ে বসে রথের মেলা, তবে শহরের গুঞ্জবাড়ির ওখানে সাতদিন ঠাকুরের অবস্থানের জন্য সেই মেলাটি জমে ওঠে বেশি। আর রথের মেলার বিশেষ আকর্ষণ হলো লটকা ফল।

মাসির বাড়িতে মদনমোহনকে সাতদিনের জন্য পেয়ে সেখানে হাজার হাজার ভক্তের ভিড় হয়। নিয়ম মতো এখানে তাঁর নিত্য পুজো চলে। তবে এখানে ভক্তদের দেওয়া ডাব আর দুধ দিয়েই মূলত স্নান সারেন মদনমোহন। মাসির বাড়িতে সাতদিন তাঁর ভোগ হয় খিচুড়ি, লাবড়া, মিষ্টান্ন, দই ও মিষ্টি দিয়ে। ভোগ নিবেদনের পর ভক্তদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। সাতদিন মাসির বাড়ি কাটিয়ে উল্টো রথে নিজ মন্দিরে ফিরে আসেন মদনমোহন। বড় মদনমোহন মাসির বাড়ি বেড়াতে গেলে মূল মন্দিরে গর্ভগৃহে পুজো পান ছোটো মদনমোহন, বড় মদনমোহন ঠাকুর মূল মন্দিরে ফিরে এলে ছোটো মদনমোহন ঠাকুর শয়ন একাদশীতে ঘুমোতে যান সে আরেক লীলা।

লটকা, জিলিপির রসনায় রথে মাতল কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী: ছিল মেঘ, ছিল বৃষ্টি ছিল লটকা, ছিল জিলিপি। অপেক্ষা ছিল কেবল রথের দিনের। আর একদম সঠিক দিনেই চলে এল রথযাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণ। তাইতো মদনমোহনের থেকে শুরু করে গৌড়িয় মঠ কিংবা ইস্কনের রথকে কেন্দ্র করে এক উৎসবময় দিনে মেতে উঠল কোচবিহারবাসী। শুধুমাত্র কোচবিহার শহর নয়। কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলও মেতে উঠল রথের আনন্দে। তবে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ স্বাভাবিক ভাবে ছিল মদনমোহনের রথযাত্রাকে নিয়ে। ঘড়ির কাটায় ঠিক বিকেল ৪ টা ৫৯ মিনিটে রাজ পরিবারের ধর্মীয় প্রতিনিধি অজয়কুমার দেববক্সি রথের দড়ি ধরে টান দিয়ে মদনমোহনের মাসির বাড়ি যাত্রার শুভ সূচনা করেন। মদনমোহন মন্দিরের অন্যতম পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী মদনমোহনকে তার কোলে নিয়ে রথের ওপরে উঠে বসেন। ভক্তেরাও প্রথম থেকে রথের দড়ি ধরে মদনমোহনকে মাসির বাড়ি নিয়ে যান। এদিন মদনমোহনের রথের দড়ি ধরে টানেন দেবত্র ট্রাস্টের সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান,

পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সদর মহকুমা শাসক রাকিবুর রহমান, কোতোয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস প্রমুখ। গুঞ্জবাড়িতে ডাঙ্গর আই মন্দিরে রথ আসতেই ভক্তেরা জয় মদনমোহন বলে আনন্দ প্রকাশ করেন। রথকে কেন্দ্র করেই গুঞ্জবাড়িতে প্রতিবছরের মত এবারও সাতদিনের রথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় লটকা ও জিলিপি কিনতেই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ছিল আগত দর্শনার্থীদের। অন্যদিকে বাবুরহাট ইস্কন মন্দির সংলগ্ন মাঠেও রথের মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এখানেও দর্শনার্থীদের মধ্যে জিলিপি কেনার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী। বাবুরহাটে ইস্কনের রথযাত্রায় মায়াপুর ও বিদেশ থেকেও অনেক ভক্তরা এসেছেন। রথের দিন ইস্কনের তরফে ১০ কুইন্টাল প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। উল্টো রথের দিনেও ছিল সমান উন্মাদনা।

অলংকার মিউজিক একাডেমির রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

পার্থ নিয়োগী: জ্যৈষ্ঠের শেষলগ্নে এক সন্ধ্যায় সঙ্গীত শিক্ষক অভীক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত অলংকার মিউজিক একাডেমির প্রয়াসে ও ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের গানে গল্পে ভরে উঠল সাহিত্য সভার মঞ্চ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি শিল্পীবৃন্দ, শ্রী মানব বোস, শ্রী স্বাগত পাল, শ্রীমতী প্রজ্ঞামিতা গোস্বামী, ডাঃ সন্তোষ মজুমদার, শ্রীমতী মালবিকা মজুমদার, শ্রীমতী সংহিতা সরকার এবং শিশুশিল্পী অগ্নীভ চট্টোপাধ্যায় এবং অলংকার মিউজিক একাডেমির সকল ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। তবলা সঙ্গতে ছিলেন প্রখ্যাত তবলিয়া অমরেশ দেবশর্মা, শিবাশীষ সরকার ও শিশুশিল্পী শ্রেয়ান সরকার। সকলের সৌভ্রাত্ববোধে অনুষ্ঠানের সন্ধ্যাটি

ভরে ওঠে গানে গানে। তবে শুধুমাত্র গান নয়, সঙ্গে ছিল ভিন্ন স্বাদ অর্থাৎ নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন শিল্পী মৈত্রেয়ী রায়, অদিতি দত্ত, এবং নিতিনৃত্যে ডান্স একাডেমির ছাত্রী শ্রীদ্বিক্তা সরকার। এছাড়া বিশেষ আকর্ষণে ছিল হেভেন ইন্সট্রুমেন্টাল ব্যান্ডের অসাধারণ যন্ত্রানুসঙ্গীত। সকলের অংশগ্রহণে অলংকার মিউজিক একাডেমির ব্যবস্থাপনায় কোচবিহার সাহিত্য সভার মঞ্চে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যার অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল চাঁদের হাট।

একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গান্ধীনগরে

কোচবিহার ঃ সম্প্রতি কোচবিহারের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গান্ধীনগরে অনুষ্ঠিত হল নিপুন ভারত মিশনের জনভাগদারি কার্যক্রমের অধীন 'ফাউন্ডেশন লিটারেসি ও নিউমেরিসি' নিয়ে একদিনের কর্মশালা। এর আয়োজন করেছিল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন। জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা অংশ নিয়েছিলেন এই কর্মশালায়। এদিনের কর্মশালা নিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গান্ধীনগরের অধ্যক্ষ দ্বিবেন্দু দত্ত বলেন, 'ফাউন্ডেশন লিটারেসি ও নিউমেরিসি এবং নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি' নিয়ে সচেতন করতে এই কর্মশালার আয়োজন করা। এই কর্মশালায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপকৃত হয়েছেন বলে তিনি বলেন। এরপর বিদ্যালয়ে গিয়ে কর্মশালায় শেখা বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োগ হলে এর স্বার্থক রুপায়ন হবে বলে তিনি জানান। কর্মশালায় অংশ নেওয়া এক অভিভাবক বলেন, 'নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার যে আমূল সংস্কার করা হয়েছে এবং নতুন পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে শিক্ষাকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তা এদিনের কর্মশালায় না এলে তিনি জানতেন না'। এদিনের কর্মশালায় অংশ নেওয়া অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের অনেকেই তাই এমন সুন্দর বিষয়ে কর্মশালা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ দিতে শোনা গেল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গান্ধীনগর কর্তৃপক্ষকে।

নির্দল প্রার্থীর বাড়ি ভাঙচুর ও টাকা লুটের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বুধবার গভীর রাতে দিনহাটা-১ নং ব্লকের গীতালদাহ-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনামুক্তা গ্রামে নির্দল প্রার্থীর বাড়িঘর ভাঙচুর ও টাকা লুটের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ওই গ্রামের নির্দল প্রার্থী আব্দুল জলিলের বাড়ির লোক অভিযোগ করে জানায় গতকাল গভীর রাতে গীতালদহ-১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মাফুজার রহমানের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী পুলিশ সেজে তাদের বাড়িতে মিথ্যে অভিযান চালায় এবং পরবর্তীতে তাদের ঘরে ভাঙচুর চালায় জিনিসপত্র লুটপাট চালায়। ঈদের সামগ্রিক কেনার জন্য যে ৫০ হাজার টাকা ঘরে মজুত ছিল সেই টাকাও তারা লুট করে নিয়ে আসে। নির্দল প্রার্থীর পরিবারের অভিযোগ যেহেতু পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা নির্দল হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মনোনয়ন জমা দিয়েছে তাই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে তাদের উপর এমন অত্যাচার চালানো হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে গীতালদহ-১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মাফুজার রহমান প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে জানিয়েছেন

এইসব ভিত্তিহীন অভিযোগ। এলাকায় তাদের কোন গ্রহণযোগ্যতা নাই সেজন্যই তারা এসব অভিযোগ করে বেড়াচ্ছে। এমনকি মাফুজার আরও বলেন গতকাল রাতে কি হয়েছিল আর কে এসব কান্ড করেছে সেটা প্রশাসনকে জিজ্ঞেস করলেই প্রশাসন ভালো বলতে পারবে। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে প্রত্যেকদিন একের পর এক ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দিনহাটার সীমান্তবর্তী গিতালদহ এলাকা। আর প্রত্যেকদিন এমন ঘটনা ঘটায় ভীত সন্তস্ত্র গীতালদহ এলাকার সাধারণ মানুষ।

তিনদিনের পুতুল নাটক কর্মশালা কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: সম্প্রতি কোচবিহার শিশু কিশোর সংস্থা আয়োজন করেছিল তিনদিনের পুতুল নাটক কর্মশালা। আর্থিক সহযোগিতায় ছিল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী। ছোটোদের থিয়েটার স্কুলে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ৩৫ জন শিশু কিশোর ও ১১ জন অভিভাবক সদস্য। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ডলস্ থিয়েটার এর সুদীপ গুপ্ত ও শ্রীপর্ণা ভঞ্জ গুপ্ত। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী প্রণব কুমার দে। তিনদিনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব দীপায়ন ভট্টাচার্য, স্নেহাশিস চৌধুরী, অর্ণব মুখোপাধ্যায়, নিলাদ্রী বিশ্বাস। কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটির সম্পাদক ও সভাপতি শংকর নারায়ণ দাস ও গণেশ ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকা সম্পাদক দেবব্রত চাকী, কোচবিহার সাহিত্যসভার সম্পাদক সিদ্ধার্থ সান্যাল, কোচবিহার পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ড পৌর প্রতিনিধি মধুছন্দা সেনগুপ্ত এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

এই কর্মশালা চলার মাঝেই কোচবিহার শিশু কিশোর সংস্থার মুখপাত্র সবুজমন পত্রিকার আবরণ উন্মোচন হলো প্রথমদিন। শিক্ষার্থীরা দুদিনে চারটি দলে ভাগ হয়ে পুতুল তৈরি করে, চারটি অনুনাটক তৈরি করে শেষদিনে প্রদর্শন করে। আবহ, আলোর প্রয়োগ ও রিহার্সাল এর সুযোগে প্রযোজনাগুলো অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে বলে সকলে মতামত দিলেন। সকলে এই কর্মশালা থেকে আনন্দ পেয়েছে ও অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এটাই বড় প্রাপ্তি বলে জানান কোচবিহার শিশু কিশোর সংস্থার কর্ণধার সোমনাথ ভট্টাচার্য।

বারবার পড়ার মত, 'নানের ডায়েরি ইনসমনিয়ার বাকফসল'

পার্থ নিয়োগী: যদি কবি হিসেবে তার পরিচিতি দেই তবে বোধহয় তার পুরো পরিচয় দেওয়া হবে না। আসলে তার সামগ্রিক জীবনের সবকিছু মিলিয়েই তো তার কবিতা। সাংস্কৃতি কর্মকান্ড থেকে সাহিত্যচর্চা, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে ইঞ্জিনিয়ারের কর্মময় জীবন। সবটাই মিলিয়ে দেবব্রত ভট্টাচার্য্য। সবার প্রিয় নান। রাজনীতি, নাটক, চাকরি, কবিতা নিয়েই ছিল তার ঘটনা প্রবাহ। আর এত কিছুর পেছনে তার মধ্যে ছিল সমাজতান্ত্রিক উদার চেতনা এক ভাবধারা। আর তারই প্রতিফলন ঘটেছে তার ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে কবিতা লেখায়। ২০০২ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি সরে আসেন। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শ? সেটা থেকে তিনি আজও বেড়িয়ে আসতে পারেননি। আর তার বড় প্রমাণ এই কাব্যগ্রন্থ। ২০০৩ এর পর আবার এই ২০২৩। দীর্ঘ ২০ বছর পর প্রকাশিত হল তার এই কাব্যগ্রন্থটি। স্বাভাবিকভাবেই পাঠক মহলে উন্মাদনা থাকবে এই কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। বিশেষ করে কবি যেখানে দেবব্রত ভট্টাচার্য্য। আর সেটাই বইটির ভূমিকায় লিখেছেন কবি সুবীর সরকার। তিনি লিখেছেন কবি দেবব্রত ভট্টাচার্য্যকে পাঠ করা মানে একজন সৎ কবিকে আবিষ্কার করা। ফলে কোনরকম ভনিতা নয় একদম সোজাভাবেই লিখেছেন এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি। তবে এই কাব্যগ্রন্থ তার আগে প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ থেকে অনেকটাই আলাদা। কেননা ২০১৬ সাল থেকে এই কবিতাগুলো তিনি ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন ফেসবুকে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ফেসবুকে লিখলেন স্রোতের বিরুদ্ধে টেকা, কার্য শূন্য, সোনার জল করা সফলতা। এটা দিয়েই তার ফেসবুকে কবিতার ডায়রি লেখা শুরু। তারপর সময় যত এগিয়েছে। উঠে এসেছে ফেসবুক ওয়ালে দুনিয়ার মজদুর এক হতে না পারুক, দুনিয়ায় দুঃখ জন্মান্তরেও সহোদর। 'ছন্নতার ফুলদানি ছড়িয়ে যায় মগজ অবধি' এর মত সব অসাধারণ লাইন। আসলে এই সময়টায় যখন কবিতাগুলো লেখা শুরু করেছিলেন তিনি সেটা ছিল তার জীবনের এক গভীর দর্শনময় সময়। শৈশব থেকে ফেলে আসা জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাতো ছিলই। আসলে এই সময়ে তার পেশাগত জীবনের থেকে অবসর নেবার সময়। চাকরি জীবনে দেখা সমাজের রুপটাও

তাকে হয়ত বিচলিত করে তুলেছিল। একদিন সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে, বাম রাজনীতির মধ্যে দিয়ে তিনিও একটা সুন্দর সমাজ গঠনের সৈনিক হতে চেয়েছিলেন। পেশাগত জীবনেও কাজের মাধ্যমেও সেই সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা তার মধ্যে অটুট ছিল। হয়ত তার দেখা সেই সমাজ গঠনের স্বপ্ন পূরণ না হবার একটা যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করেছিল। সেইসাথে এই সময় করোনা নামক এক অতিমারি যেভাবে বিশ্বকে নাজেহাল করে দিল। আর তাতে বিপন্ন হল সবচেয়ে বেশী প্রান্তিক মানুষ। ঘরবন্দী হয়ে সেটা দেখা তার কাছে দেখা যে কত কষ্টকর হয়ে উঠেছিল তার বড় প্রমাণ করোনাকালে লেখা কবিতা। আর তাই সে সময় তার কলমে উঠে আসে 'মানো যদি কপালে মাস্ক বেঁধে চা পানে চলে এস সকাল সকাল'। আবার লেখেন 'গাছ অক্সিজেন দেয়/ভরসা তবু সিলিন্ডারে' কিংবা যাদের জড়িয়ে ধরার কথা তারা, যারা থামাবে আমায়/শারীরিক দূরত্ব বিধি মেনে তালি দিয়ে যায়'। কোভিড সময়কালের এই যন্ত্রণাকে এভাবে কবিতায় রুপ দেওয়া সত্যিই অবাক হতে হয়। হয়ত অনেক পাঠকের মধ্যে প্রশ্নও ওঠে এভাবেও ভাবা যায় ? হ্যা কবি দেবব্রত ভট্টাচার্যের পক্ষে এমনভাবে ভাবা সম্ভব। কারণ এই সময়ে তিনি ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হন। আর তার মাঝেও শারীরিক যন্ত্রণাকে নিয়ে লিখে গেছেন কবিতা নিয়মিত। এরই মাঝে হয়েছে অস্ত্রোপচার মস্তিষ্কে। তবে শারীরিক কষ্টের চেয়েও তার বেশী কষ্ট মানসিকভাবে। কারণ সামাজিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন রুপ তাকে বারবার ব্যাথিত করেছে। যা কিনা এই কাব্যগ্রন্থের কবিতায় উঠে এসেছে। আর সেটাই দেখা যায় তার বেশির ভাগ কবিতায়। তবে শুধুই কি হতাশা ? একদম না। কবি দেবব্রত ভট্টাচার্য্য ব্যক্তিগত জীবনের মত কবিতাতেও দিয়েছেন আশার আলো। আর সে জন্যই তিনি লিখতে পেরেছেন 'কমরেড খুঁজছি সেই দেশ যে অন্তর্লোকের গভীর অন্ধকারকে অনুভব করে আলো দিশা দেয়'। আর এখানেই তার সতন্ত্রতা। কিন্তু শেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় কবি কাব্যগ্রন্থের নাম করনে উল্লেখ করেছেন ইনসমনিয়ার বাকফসল শব্দদুটি। কিন্তু ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্ক কখনই এত সহজে এত সব চিন্তা লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে না। কারণ ইনসমনিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কের চিন্তা শক্তি এত দ্রুত কাজ করে না। আসলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা বিজ্ঞানী ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম আজাদ ঠিকই বলেছেন স্বপ্ন হচ্ছে সেই জিনিস যা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখার না। স্বপ্ন হচ্ছে এমন জিনিস যা মানুষকে স্বপ্ন পূরণের জন্য ঘুমোতে দেয় না। ঠিক এখানেও কবি দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের ইনসমনিয়া নয় আসলে সজ্ঞানে তিনি এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো তুলে ধরেছেন। তাই এখানে ইনসমনিয়া কথাটি না আসলেই ভালো ছিল।

অর্থবর্ষ '২৩: টাটা এআইএ'র ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট

মুম্বই: ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর (টাটা এআইএ) ইনডিভিজুয়াল ওয়েটেড নিউ বিজনেস প্রিমিয়াম (আইডব্লিউএনবিপি) ইনকাম বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭০৯৩ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের ৪৪৫৫ কোটি টাকা থেকে এই বৃদ্ধি হল ৫৯% বেশি। এর ফলে প্রাইভেট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলির মধ্যে আইডব্লিউএনবিপি ইনকামের ক্ষেত্রে এই কোম্পানির অবস্থান হয়ে উঠেছে তৃতীয়। আলোচ্য অর্থবর্ষে কোম্পানির টোটাল প্রিমিয়াম ইনকাম বিগত বছরের ১৪৪৪৫ কোটি টাকা থেকে ৪২% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২০৫০৩ কোটি টাকা। এই সময়কালে নেট প্রফিট ৬১৫% বেড়ে ৫০৬ কোটি টাকা হয়েছে, যা আগের বছরে ছিল ৭১ কোটি টাকা।

প্রাইভেট লাইফ ইন্স্যুরারদের মধ্যে রিটেল সাম অ্যাসিওর্ডের ভিত্তিতে টাটা এআইএ'র মার্কেট শেয়ার আগের বছরের ২১% থেকে ২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এফওয়াই২২-তে। টোটাল রিনিউয়াল প্রিমিয়াম ইনকামের ক্ষেত্রে বিগত আর্থিক বছরের তুলনায় ৩২% বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট (এইউএম) ৫৮৫৭০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭১০০৬ কোটি টাকা হয়েছে। অর্থবর্ষ২৩'এ টাটা এআইএ'র ইন্ডিভিজুয়াল ডেথ ক্লেইমস সেটলমেন্ট রেশিয়ো অর্থবর্ষ২২'এর ৯৮.৫৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯.০১% হয়েছে। অর্থবর্ষ২২' এর তুলনায় কোম্পানির ১৩তম 'মান্থ পার্সিস্টেন্সি' রেশিয়ো ৮৭.৭৬% থেকে উন্নত হয়ে ৮৮.১% হয়েছে। এই বছরের ২৫তম 'মান্থ পার্সিস্টেন্সি' ছিল ৭৯.৬%।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের জন্য 'কিনসেন্ট্রিক বেস্ট এমপ্লয়ার ইন ইন্ডিয়া' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে টাটা এআইএ। এর ফলে টাটা এআইএ মাত্র ১০টি কোম্পানির 'কিনসেট্রিক বেস্ট এমপ্লয়িজ ক্লাবে' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আগে, টাটা এআইএ অর্জন করেছে 'গ্রেট প্লেস টু ওয়ার্ক সার্টিফিকেশন'।

ভারতে ইভি গ্রাহ্যতা বৃদ্ধিতে টাটা পাওয়ারের উদ্যোগ

শিলিগুড়ি: ভারতের বৃহত্তম ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার কোম্পানিসমূহ ও অগ্রণী ইভি চার্জিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোভাইডারদের অন্যতম টাটা পাওয়ার ভারতে ইভি গ্রাহ্যতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পথে আরও একধাপ এগিয়ে মালদার নিকটে গোল্ডেন পার্ক হোটেল অ্যান্ড রিসর্টে পাবলিক চার্জিং স্টেশন স্থাপণ করেছে। গোল্ডেন পার্ক হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট হল পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম লেজারপ্লেক্স ও কনফারেন্স সেন্টারগুলির একটি। এটির অবস্থান উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার মালদার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে।

মালদা রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে কলকাতা-শিলিগুড়ি হাইওয়েতে গোল্ডেন পার্ক হোটেল অ্যান্ড রিসর্টে টাটা পাওয়ার দুইটি ইভি চার্জিং স্টেশন স্থাপণ করেছে। এগুলি ৩০কিলোওয়াট ও ৭.৪ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন।

গোল্ডেন পার্ক হোটেল অ্যান্ড রিসর্টে আসার পথে ভ্রমণার্থী ও পর্যটকরা টাটা পাওয়ার ইজেড চার্জ মোবাইল অ্যাপ (Tata Power EZ Charge mobile app) ব্যবহার করে নিকটবর্তী চার্জিং স্টেশনের খোঁজ নিতে পারবেন। বর্তমানে ভারতের ৫৫০টিরও বেশি শহরে টাটা পাওয়ারের পাবলিক ও সেমি-পাবলিক নেটওয়ার্কে রয়েছে ৪০০০-এরও বেশি চার্জিং পয়েন্ট, ৪০০০০-এরও বেশি হোম নেটওয়ার্ক, ২৫০টিরও বেশি ইলেক্ট্রিক বাস চার্জিং পয়েন্ট ও একটি লাইভ ইভি চার্জিং নেটওয়ার্ক।

নতুন XL100 Heavy Duty

শিলিগুড়ি: TVS মোটর কোম্পানি, বিশ্বের একটি প্রসিদ্ধ টু-হুইলার এবং থ্রি-হুইলার প্রস্তুতকারক, তার নতুন জনপ্রিয় সংস্করণ TVS XL ১০০ এর জন্য একটি আকর্ষণীয় মূল্যের ঘোষণা করেছে, যা এখন মাত্র ৪৪,৯৯৯ টাকাতে(এক্স-শোরুম) পাওয়া যাবে। এই নতুন সংস্করণটি ৯৯.৭ সিসি, একক-সিলিন্ডার ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিন দ্বারা চালিত। TVS XL১০০ শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাথে একটি স্মুথ এবং আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করেছে। TVS XL ১০০ হেভি ডিউটি কিক স্টার্ট, হেভি ডিউটি আই-টাচ, হেভি ডিউটি উইন এডিশন এবং কমফোর্ট আই-টাচ ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে, গ্রাহকরা এখন ২,৯৯৯/- টাকার আকর্ষণীয় কম ডাউন পেমেন্ট ফিনান্স স্কিমের সাথে কিনতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গে টাটা মোটরস ইভির জন্য গ্রামীণ বিক্রিয়ে১৩% বৃদ্ধির সাক্ষী হয়েছে

কলকাতা: টাটা মোটরস, ভারতের শীর্ষস্থানীয় অটোমোবাইল প্রস্তুতকারক এবং ভারতের ইভি বিবর্তনের পথিকৃৎ, ২০২৩ অর্থবছরে৯০% বাজার শেয়ারের সাথে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। পোর্টফোলিওটি ১৩% বৃদ্ধির সাথে (এপ্রিল ২০২৩) গ্রামীণ অঞ্চলে বর্ধিত গ্রহণযোগ্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই বৃদ্ধির জন্য ইভি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, চার্জিং পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, প্রধান মহাসড়কেরপাশাপাশিবিভিন্ন শহরে কৌশলগতভাবে স্থাপন করা অবস্থানে১৩৪টি স্টেশনকেএই বৃদ্ধির জন্য দায়ী করা হয়েছে। এছাড়াও, রাজ্য জুড়ে ৫৫টি বিক্রয় আউটলেট এবং ১১টি টাটা অনুমোদিত পরিষেবা সেটআপের শক্তিশালী ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্ক এবং বিদ্যমান গ্রাহকদের কাছথেকেইতিবাচক শব্দ দ্রুত গ্রহণ করতে সক্ষম করেছে।

টিয়াগো.ইভি (Tiago.ev) – টাটা মোটরসেরইভি পোর্টফোলিওতে সাম্প্রতিক প্রবেশকারী, ইভিকে গণতান্ত্রিক করে তোলেএবং ভারতের আরও নতুন শহরগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটি দ্রুততম বুককরা ইভি হয়ে ওঠে, মাত্র দুই দিনে বুকিংয়ের মাইলফলক স্পর্শ করে এবং চার মাসেরও কম সময়ে ১০,০০০ ইউনিট সরবরাহ করার জন্য দ্রুততম ইভি ছিল। টাটা মোটরসসম্প্রতি নেক্সন EV ম্যাক্সXZ+ লাক্স-কেউন্নত এবং উচ্চ প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য আপগ্রেড করে উন্নত করেছে। ম্যাক্সের লাইন ভেরিয়েন্টের শীর্ষে রয়েছে হারমানের (HARMAN)২৬.০৩ সেমি (১০.২৫ইঞ্চি) টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, হাই রেজোলিউশন (১৯২০×৭২০) হাই ডেফিনিশন (এইচডি) স্লিক রেসপন্স সহ ডিসপ্লে, অ্যান্ড্রয়েড অটো™ এবং অ্যাপল কারপ্লে™ ওয়াইফাই, হাই ডেফিনিশন রিয়ার ভিউ ক্যামেরা, শার্প নোট এবং বর্ধিত বাস পারফরম্যান্স সহ উচ্চতর অডিও পারফরম্যান্স, ৬টি ভাষায় ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ছয়টি ভাষায়(ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, তামিল, তেলেগু, মারাঠি)১৮০+ ভয়েস কমান্ড, এর সাথে একটি নতুন ইউজার ইন্টারফেস (ইউআই)।

৫০,০০০ ইউনিট বিক্রয় মাইলফলকের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়াএবং নির্ভরযোগ্য জিপট্রন প্রযুক্তির সাহায্যে আনুমানিক ৮০০ মিলিয়ন কিলোমিটার কভার করে, নেক্সন ইভি ভারতের #1 বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ৪ দিনের মধ্যে ৪০,০০০সম্পন্ন করেবর্তমানে দ্রুততম ইভি সহ ২৬টি রেকর্ড ধারন করছে। এটি টাটা মোটরসেরবৈদ্যুতিকীকরণ অভিযানের অগ্রদূত এবং ভারতে সর্বাধিক বিক্রিত ইভি হিসাবে সফলভাবে তার স্থানকে নিশ্চিত করেছে। নেক্সন ইভি নেক্সন ব্র্যান্ড বিক্রয়ের ১৫% এরও বেশি অবদান রাখে।

এছাড়াও, ভারতে ইভি গ্রহণকে ত্বরান্বিত করার জন্য, টাটা মোটরস একটি কার্যকর ইভি পরিবেশ তৈরি করার জন্য অন্যান্য টাটা গ্রুপ কোম্পানিগুলির শক্তি এবং অভিজ্ঞতাকে নিবিড়ভাবে কাজে লাগানোর জন্যএকটি সামগ্রিক ই-মোবিলিটি ইকোসিস্টেম "টাটা ইউনিইভার্স" ("TatauniEVerse") চালু করেছে। "টাটা ইউনিইভার্স" দ্বারা চালিত, গ্রাহকরা চার্জিং সমাধান, উদ্ভাবনী রিটেল অভিজ্ঞতা এবং সহজ অর্থায়নের বিকল্পগুলি সহ বেশ কিছু ই-মোবিলিটি অফারগুলির অ্যাক্সেস পাবেন।

প্রতি ৫ টাকায় ১.৮২ কোটি টাকা পর্যন্ত ইক্যুইটি শেয়ারের নতুন ইস্যু অফার

কলকাতা: PKH Ventures Ltd, শীর্ষস্থানীয় কনস্ট্রাকশন এবং হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেট গ্রুপ, পাবলিক ইস্যুর জন্য ৩৭৯.৩৫ কোটি টাকার তহবিলের বিস্তৃতির পরিকল্পনা করেছে। কোম্পানি হালাইপানি হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্টে ইকুইটি বিনিয়োগের জন্য ইস্যু থেকে ১২৪.১১ কোটি টাকা, গরুড় নির্মাণের জন্য ৮০ কোটি এবং অজৈব উন্নয়নের জন্য ৪০ কোটি টাকা ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে। PKH Ventures Ltd এর পাবলিক ইস্যু BSE এবং NSE তে তালিকাভুক্ত করা হবে।

কোম্পানিটি ২,৫৬,৩২,০০০ টাকার ইক্যুইটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু প্রতি ৫ টাকায় ১.৮২ কোটি টাকা পর্যন্ত ইক্যুইটি শেয়ারের নতুন ইস্যু অফার করেছে এবং প্রোমোটার গ্রুপ ৭৩.৭৩ লক্ষ টাকার ইকুইটি শেয়ার অফার করেছে। এই কোম্পানির নির্ধারিত মূল্যের পার একুইটির শেয়ার হল ১৪০-১৪৮ টাকা। এটি পাবলিক ইস্যু থেকে ৩৭৯.৩৫ কোটি টাকা বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে।খুচরা বিনিয়োগকারী এবং HNI কোটা যথাক্রমে ২৫% এবং ১৫% বজায় রাখা হয়েছে, যেখানে QIB কোটা ৫০% সেট করা হয়েছে।

পিকেএইচ ভেঞ্চারস লিমিটেডের প্রোমোটার, চেয়ার ম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রবীণ কুমার আগরওয়াল বলেছেন, "আমরা নিশ্চিত যে পাবলিক ইস্যুর পরে, আমরা আমাদের উন্নয়নের স্ট্রাটেজি এমনভাবে কার্যকর করবো যা সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের জন্য এক্সপেশনাল মান তৈরী করবে।"

কলকাতায় হাইপারলোকাল পরিষেবা শুরু করতে চলেছে সেলসিয়াস

কলকাতা: সেলসিয়াস লজিস্টিকস, ভারতের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল কোল্ড চেন মার্কেটপ্লেস স্টার্টআপ, কলকাতায় খাদ্য ও ফার্মা অর্ডারের জন্য হাইপারলোকাল তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত ডেলিভারি পরিষেবা শুরু করার ঘোষণা করেছে। আইভি ক্যাপ ভেঞ্চারস এর অধীনে মোট ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে সিরিজ A ফান্ডিং রাউন্ডের সফলভাবে সমাপ্তি করেছে। বর্তমানে, সেলসিয়াস, কোল্ড স্টোরেজ গুদাম পরিচালনা করছে এবং লাস্ট মাইল লজিস্টিক পরিষেবাগুলির জন্য পরিবহন চালাচ্ছে।

এই ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে, সেলসিয়াস তার ক্লায়েন্ট বেস বৃদ্ধি করবে এবং কোল্ড সাপ্লাই চেন ইকোসিস্টেমে B2B এবং B2C কোম্পানিগুলির সাথে পার্টনারশপের মাধ্যমে অফারগুলিকে প্রসারিত করবে। এই কোম্পানি ৪৫০০+ রিফার যানবাহন, ১০৭টি কোল্ড স্টোরেজ সুবিধা, ৭ টি বিতরণ কেন্দ্র, ১০০+ হাইপারলোকাল রাইডার এবং ১২৫ জন পরিশ্রমী কর্মচারীর একটি দল নিয়ে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরী করেছে, যা ৩৫০ টিরও বেশি শহরে কাজ করছে।

সেলসিয়াস একটি সমন্বিত অনলাইন স্মার্ট প্ল্যাটফর্ম, যা কোল্ড চেন নেটওয়ার্ক জুড়ে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের জন্য পরিবহন, বেয়ারহাউসিং, লাস্ট-মাইল এবং হাইপারলোকাল ডেলিভারি পরিষেবা সহ এন্ড-টু-এন্ড সাপ্লাই প্রদান করছে। এছাড়াও এটি শেষ-মাইল ডেলিভারি পরিষেবাও অফার করে যা আকাশ, রেল, সড়কের মাধ্যমে মাত্র ১৮ ঘন্টার মধ্যে ৫০০ গ্রাম থেকে ৫০০ কেজি পর্যন্ত পচনশীল প্রোডাক্ট পরিবহন করে।

সেলসিয়াস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও, মিস্টার স্বরূপ বোস বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হল একটি টেকসই ভবিষ্যতের দিকে কাজ করা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সমাধানের মাধ্যমে পচনশীল জিনিসের অপচয় কমানোর পদক্ষেপ নেওয়া এবং ইকোসিস্টেমে একটি অর্থবহ প্রভাব তৈরি করা।"

DGT এর কারিগর এবং কারুশিল্প প্রশিক্ষণ প্রকল্পের জন্য ভর্তি শুরু হয়ে গেছে

কলকাতা: দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডিরেক্টরেট অফ ট্রেনিং (DGT), ক্রাফ্টসমেন ট্রেনিং স্কিম (CTS) এবং ক্র্যাফট ইন্সট্রাক্টর ট্রেনিং স্কিম (CITS) এর ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য ভর্তি শুরু করেছে, যার রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছিল ১লা জুন ২০২৩ থেকে। এখনও অবধি, DGT পোর্টালে এই কোর্সটির জন্য ৩৫,০০০ জনের বেশি প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন জমা পড়েছে। DGT, CITS-এর কোর্সটিতে আরো প্রার্থীদের জায়গা দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা ২০২৩ এর ২৪ জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছে।

দক্ষ প্রশিক্ষকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে স্বীকৃতি দিয়ে, DGT তার কোর্সে দুটি নতুন ট্রেড শুরু করেছে, সেগুলি হল- সার্ভেয়ার এবং বেকার, মিস্তির কারিগরদের অধীনে ক্যাটারিং এবং হসপিটালিটি। এই ট্রেডগুলি হাওড়া, চেন্নাই, নয়ডা (দিল্লি NCR), হায়দ্রাবাদ এবং অন্যান্য শহর সহ ৩৫ টি শহরে অবস্থিত ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (NSTI) পরিচালিত করা হবে। DGT, ৩-D প্রিন্টিং, ড্রোন প্রযুক্তি, এবং আইটি -এর মতন নতুন যুগের শিল্পে ৪.০ কোর্সগুলি লঞ্চ করা হয়েছে, যা শিল্প-প্রস্তুত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য DGT-এর প্রতিশ্রুতিগুলিকে প্রতিফলিত করবে এবং যুবসমাজের জন্য চাকরির সুযোগ তৈরী করবে। এই কোর্স এবং ট্রেড সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য এবং রেজিস্ট্রার করার জন্য ভিসিট করুন- www.nimionlineadmission.in.

নতুন ম্যাট ফাউন্ডেশন

কলকাতা: Nykaa কসমে-টিকস লঞ্চ করেছে নতুন ম্যাট টু লাস্ট পোর মিনিমাইজিং ফাউন্ডেশন যা ম্যাট ফিনিশ যার স্থায়ীত্ব ১২ ঘন্টা পর্যন্ত। Sebustop দ্বারা সমৃদ্ধ এই ফাউন্ডেশনটি ভারতীয় স্কিনটোনের জন্য ১৫ টি আলাদা শেডে তৈরী করা হয়েছে, যা 'ম্যাট টু লাস্ট, মেড ফর ইউ' এর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

এই নতুন ম্যাট টু লাস্ট পোর মিনিমাইজিং ফাউন্ডেশনটি মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে মুখের সমস্ত পোর এবং সূক্ষ্ম রেখার উপস্থিতি কমিয়ে দেয়, যা স্মুথ লুকের সাথে সুন্দর কভারেজ অফার করে। এই কস্মেটিকটি সম্পূর্ণ ভেগান, ডার্মাটোলজিক্যালি পরীক্ষিত, প্যারাবেন-মুক্ত এবং কোনভাবেই প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করে তাদের ক্ষতি করে না।

ভারতের তিন কোটি গ্রাহকের পরিষেবায় বন্ধন ব্যাংক

আগরতলা: ২০১৫ সালের ২৩ অগাস্ট মাত্র ৫০১টি শাখা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল বন্ধন ব্যাংক। ভারতের দ্রুত বৃদ্ধিশীল ব্যাংকগুলির অন্যতম বন্ধন ব্যাংক আট বছরেরও কম সময়ে তাদের শাখার সংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়ে ফেলেছে। বর্তমানে এই ব্যাংকের ১৫০০-এরও বেশি শাখা রয়েছে। ৪৫০০ ব্যাংকিং ইউনিটের নেটওয়ার্ক সম্পন্ন এই ব্যাংকের সমগ্র ব্যাংকিং আউটলেটের সংখ্যা এখন ৬০০০ ছাড়িয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, ভারতের ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৬০০০-এরও বেশি ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে বন্ধন ব্যাংক ৩ কোটিরও বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দিচ্ছে।

গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরণের আর্থিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে তাদের পছন্দ অনুসারে 'ফিজিক্যাল' ও 'ডিজিটাল' উভয়ভাবেই পরিষেবা দিয়ে চলেছে বন্ধন ব্যাংক।

DGT এর কারিগর এবং কারুশিল্প প্রশিক্ষণ প্রকল্পের জন্য ভর্তি শুরু হয়ে গেছে

কলকাতা: দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডিরেক্টরেট অফ ট্রেনিং (DGT), ক্রাফ্টসমেন ট্রেনিং স্কিম (CTS) এবং ক্র্যাফট ইন্সট্রাক্টর ট্রেনিং স্কিম (CITS) এর ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য ভর্তি শুরু করেছে, যার রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছিল ১লা জুন ২০২৩ থেকে। এখনও অবধি, DGT পোর্টালে এই কোর্সটির জন্য ৩৫,০০০ জনের বেশি প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন জমা পড়েছে। DGT, CITS-এর কোর্সটিতে আরো প্রার্থীদের জায়গা দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা ২০২৩ এর ২৪ জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছে।

দক্ষ প্রশিক্ষকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে স্বীকৃতি দিয়ে, DGT তার কোর্সে দুটি নতুন ট্রেড শুরু করেছে, সেগুলি হল- সার্ভেয়ার এবং বেকার, মিস্ত্রির কারিগরদের অধীনে ক্যাটারিং এবং হসপিটালিটি। এই ট্রেডগুলি হাওড়া, চেন্নাই, নয়দা (দিল্লি NCR), হায়দ্রাবাদ এবং অন্যান্য শহর সহ ৩৫ টি শহরে অবস্থিত ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (NSTI) পরিচালিত করা হবে। DGT, ৩-D প্রিন্টিং, ড্রোন প্রযুক্তি, এবং আইটি -এর মতন নতুন যুগের শিল্পে ৪.০ কোর্সগুলি লঞ্চ করা হয়েছে, যা শিল্প-প্রস্তুত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য DGT-এর প্রতিশ্রুতিগুলিকে প্রতিফলিত করবে এবং যুবসমাজের জন্য চাকরির সুযোগ তৈরী করবে। এই কোর্স এবং ট্রেড সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য এবং রেজিস্ট্রার করার জন্য ভিসিট করুন- www.nimionlineadmission.in.

গ্রাহক সুরক্ষা রেটিং

শিলিগুড়ি: গ্রাহকদের একটি ব্যক্তিগত গাড়ি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বৈশিষ্ট্যের পছন্দগুলি পরিমাপ করার জন্য একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। সমীক্ষাটি স্কোডা অটো ইন্ডিয়া কর্তৃক কর্তৃক অনুমোদিত এবং এনআইকিউ বেসেস (NIQ BASES) দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এটি গাড়ির সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি গ্রাহকদের তীব্র ঝোঁক প্রকাশ করেছে, ১০ জন গ্রাহকের মধ্যে ৯ জন মনে করেন যে ভারতের সমস্ত গাড়ির সুরক্ষা রেটিং থাকা উচিত। সমীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে ক্র্যাশ-রেটিং এবং এয়ারব্যাগের সংখ্যা সেরা দুটি বৈশিষ্ট্য যা গ্রাহকদের গাড়ি কেনার সিদ্ধান্তকে চালিত করে। জ্বালানী-দক্ষতা, জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি, তৃতীয় স্থান দখল করে।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৬৭% বর্তমানে গাড়ির মালিক যাদের ৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের গাড়ি আছে। প্রায় ৩৩% এর নিজের গাড়ি নেই, কিন্তু এক বছরের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের একটি গাড়ি কেনার ইচ্ছা আছে। সমীক্ষা সেকশান এ এবং বি ব্র্যাকেটের ১৮ থেকে ৫৪ বছর বয়সী ব্যক্তিদের উপর সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছিল, যার মধ্যে ৮০% উত্তরদাতা পুরুষ এবং ২০% মহিলা। যখন গাড়ির জন্য ক্র্যাশ রেটিং-এর প্রসঙ্গ আসে, ৫-স্টার রেটিং-এর জন্য সর্বাধিক গ্রাহক অগ্রাধিকার ২২.২% পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তারপরে 4-স্টার রেটিং-এর জন্য ২১.৩% অগ্রাধিকার রয়েছে। শুধুমাত্র ৬.৮% স্কোর সহ শূন্য ক্র্যাশ রেটিং এর জন্য সবচেয়ে কম অগ্রাধিকার রয়েছে।

অমৃতা শ্রীবাস্তব, রিজিওনাল ডিরেক্টর (এপিএমইএ), বেসেস স্পেশালিটি সেলস, এনআইকিউ বেসেস, "পৃথক পছন্দ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে, সমীক্ষাটি এনআইকিউ বেসেস সলিউশন - এফপিও (ফিচার প্রাইস অপটিমাইজার) ব্যবহার করে করা হয়েছিল, এটি প্রকাশ করেছে যে গ্রাহকরা তাদের ক্রয় মানদণ্ডের শীর্ষে 'ক্র্যাশ রেটিং' এর সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যটিকে(1) রাখেন। আমাদের ফিচার প্রাইস অপ্টিমাইজার (এফপিও) গ্রাহকের পছন্দগুলিকে তাদের ক্রয় আচরণ এবং ট্রেড-অফগুলি বুঝতে সাহায্য করে যা তারা করতে ইচ্ছুক।

সমীক্ষাটি সারা ভারতে ১০টি রাজ্যের ১০০০ জনকে সমীক্ষা করেছে। সমীক্ষা করা রাজ্যগুলি হল তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ/তেলেঙ্গানা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশ।

ভারতের বেস্টসেলিং ইভি- নেক্সন তার সাফল্য উদযাপন করছে

মুম্বই: ভারতের শীর্ষস্থানীয় অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার এবং ভারতের EV বিবর্তনের পথপ্রদর্শক, Tata Motors, ভারতের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া Nexon EV-এর জন্য ৫০Ksales চিহ্ন অর্জন করার ঘোষণা করেছেন। ২০২০ সালে লাউন্স হওয়া এই EV টি ভারতীয় বাজারে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই Nexon EV গ্রাহকদের সমস্ত চাহিদা সফলভাবে পূরণ করেছে এবং গতিশীলতার যাত্রাকে সক্ষম করেছে।

বর্তমানে, ভারতের ৫০০ টিরও বেশি শহরে Nexon EV-এর বিক্রি হয়েছে যা বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে ৯০০ মিলিয়ন কিমি কভার করেছে। সাধারণত, Nexon EV এর মালিকরা প্রতিমাসে প্রায় ৬.৩ মিলিয়ন কিলোমিটার গাড়ি চালাচ্ছেন। বর্তমানে, ভারতে ৬,০০০ টিরও বেশি চার্জিং স্টেশন রয়েছে, যা গ্রাহকদের EV গ্রহণযোগ্যতাকে প্রতিফলিত করেছে।

টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেডের মার্কেটিং, সেলস এবং সার্ভিস স্ট্র্যাটেজির হেড, বিবেক শ্রীবৎস বলেছেন, "আমরা গোড়ার দিকের গ্রাহকদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা Nexon EV-কে বিশ্বাস করে EV ইকোসিস্টেম তৈরি ও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। আমরা আশা করছি আরও বেশি মানুষ ইভির সাথে যুক্ত হবে এবং এর প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করবে।"

নেক্সন ব্র্যান্ডের মোট বিক্রিতে ১৫ % অবদান রাখে Nexon EV, যার প্রারম্ভিক মূল্য হল ১৪.৪৯ লক্ষ টাকা। Nexon EV প্রাইম, ম্যাক্স এবং #ডার্ক ভেরিয়েন্টে উপলব্ধ রয়েছে। সম্প্রতি, Tata Motors তার Nexon EV MAX XZ+ LUX- এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে HARMAN-এর টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, হাই রেজোলিউশন ডিসপ্লে এবং ৬ টি ভাষায় ১৮০+ ভয়েস কমান্ড সহ আপগ্রেড করেছে। Nexon EV হল ভারতের ১নম্বর ইলেকট্রিক কার যার ২৬ টি রেকর্ড রয়েছে।

Mirae অ্যাসেট ক্যাপিটাল মার্কেটস

মুম্বই: Mirae অ্যাসেট ক্যাপিটাল মার্কেটস দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলের সদর দফতর থেকে ১,২৪০ কোটি টাকার মূলধন পেয়েছে, যা ভারতীয় বাজারের বিপুল বৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রতি প্রধান দফতরের বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। বর্তমানে Mirae অ্যাসেট ক্যাপিটাল মার্কেটস-এর মোট ৩,১৯০ কোটি টাকার তহবিল মূল্যে পৌঁছেছে।

Mirae Asset, m.Stock-এ তার প্রযুক্তি-চালিত পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতীয় বাজারকে ব্যাহত করতে প্রস্তুত। সাম্প্রতিক ক্যাপিটাল ইনফিউশন দক্ষ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া তৈরি করতে, আইটি অবকাঠামো উন্নত করতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসা এবং বিনিয়োগ ব্যাংকিংয়ে অনুপ্রবেশ বাড়াতে তার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে।

জুলাই মাসের মার্জিন ট্রেডিং ফ্যাসিলিটি (eMargin) লঞ্চ করার পর থেকে m.Stock এক বছরে INR ১.৪ লক্ষ কোটি টাকা আয় করেছে, যার বুক সাইজ INR ২৭০ কোটি টাকারও বেশি।

Mirae অ্যাসেট ক্যাপিটাল মার্কেটস (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার এবং অ্যাডিশন্যাল ডিরেক্টর, রবিনসন ফ্রান্সিস বলেছেন, "অস্থির অর্থনৈতিক আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও ভারতের স্থিতিশীলতার সাথে বৃদ্ধির সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। সদর দফতর থেকে মূলধনের আধান ভারতের প্রতি প্রতিশ্রুতি, এবং ব্যবসায়িক মডেল, দল এবং উদ্ভাবনী আর্থিক সমাধানগুলিতে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।"

গরমকালে শিশুর ত্বকের যত্ন নেওয়ার জন্য ৫ টি টিপস

কলকাতা: শিশুদের সেনসিটিভ ত্বকের যত্ন নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে ভ্রমণের সময়, তা একটি নতুন শহর হোক বা সমুদ্র সৈকত। শিশুর ত্বক সুস্থ আছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য, ত্বকের সঠিকভাবে যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ত্বকের যত্ন নিতে সানক্যাপ ব্যবহার, ত্বককে পরিষ্কার এবং ভালভাবে হাইড্রেটেড রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কোমল ত্বকের যত্ন নেওয়ার জন্য ফর্মুলাহীন প্রোডাক্ট গুলিকে ডিজাইন করা হয়েছে যা প্রাধান্য দিয়ে ব্যবহার করা দরকার। হাইপোঅ্যালার্জেনিক এবং পিএইচ-ভারসাম্যযুক্ত পণ্যগুলি আদর্শ, কারণ এগুলির দ্বারা ত্বকে জ্বালা বা অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

Cetaphil বেবি স্কিন বিশেষজ্ঞরা গরমকালে শিশুদের ত্বকের যত্ন নেওয়ার জন্য পাঁচটি টিপস দিয়েছেন:

গরমকালে ভ্রমণের সময় ত্বকের যত্ন নেওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সান প্রটেকশন, হাইড্রেশন এবং আরামদায়ক পোশাক পরা। সূক্ষ্ম ত্বকের শিশুদের জন্য সানপ্রটেকশন অপরিহার্য, তাই Cetaphil Sun Kids SPF ৫০+ LOTION-এর মতো ভাল মানের সানস্ক্রিন ব্যবহার করা দরকার। শুষ্ক ত্বক প্রতিরোধ করার জন্য হাইড্রেশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং একটি সফ্ট ময়েশ্চারাইজার যেমন Cetaphil Baby Daily Lotion নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত। ঢিলেঢালা সূতির জামাকাপড় হল গরমের ঝলমলে দিনে শিশুর ত্বক ঠাণ্ডা ও শুষ্ক রাখার জন্য একটি চমৎকার পছন্দ। সুতি একটি সফ্ট এবং এবসরবেন্ট ফ্যাব্রিক যার জন্য ত্বকে ফুসকুড়ি বা অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

১৫ ও ১৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অ্যামাজন প্রাইম ডে

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন ইন্ডিয়া ফিরে এসেছে তাদের প্রাইম ডে ২০২৩ এর বার্ষিক দুই-দিন ব্যাপী উৎসব। ১৫ জুলাই রাত ১২ টার সময় শুরু হয়ে ১৬ জুলাই, ২০২৩, অবধি চলা প্রাইম ডে-এর এই সপ্তম সংস্করণ নিয়ে আসবে অসাধারণ ডিল, সাশ্রয়, ব্লকবাস্টার বিনোদন, নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ ও আরো অনেক কিছু।

স্মার্টফোন, টিভি, অ্যাপ্লায়েন্স, ফ্যাশন ও বিউটি, মুদিখানার জিনিস, অ্যামাজন ডিভাইস, বাড়ির ও রান্নাঘরের জিনিস, আসবাবপত্র থেকে শুরু করে রোজকার দরকারি জিনিসপত্র ও আরো নানা কিছু, প্রাইম সদস্যরা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ, অভূতপূর্ব ডিল, সেরা বিনোদন উপভোগ করতে ও সাশ্রয় করতে পারবেন। এই উপলক্ষে, অক্ষয় সাহি, ডিরেক্টর, প্রাইম অ্যান্ড ডেলিভারি এক্সপিরিয়েন্স, অ্যামাজন ইন্ডিয়া বলেন, "এই প্রাইম ডে-তে গ্রাহকেরা ভারতবর্ষে আমাদের সর্বকালের দ্রুততম ডেলিভারির সুবিধা পাবেন। ভারতের ২৫টি শহর থেকে জিনিস অর্ডার করা প্রাইম সদস্যরা তাদের অর্ডার পাবেন একই দিন বা পরের দিনে ডেলিভারি"।

MSME-এর বৃদ্ধি আনলক করতে Vi Business লঞ্চ করেছে নতুন #ReadyForNext 2.0

শিলিগুড়ি: বিশ্ব MSME দিবস উপলক্ষে, শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর Vodafone Idea (Vi) এর এন্টারপ্রাইজ শাখা, Vi Business, অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ ঘটানোর জন্য MSME-এর ডিজিটালাইজেশনকে প্রসারিত করার জন্য আবারো ঘোষণা করেছে।

Vi Business, MSME-এর ডিজিটাল প্রস্তুতির উপর ইনসাইট শেয়ার করে, ভারতের MSME সেক্টরে ১৬ টি শিল্পে প্রায় ১ লক্ষ রেসপন্ডেন্টসকে কভার করে সবচেয়ে বড় এসেসমেন্ট পরিচালনা করেছে। এই ১৬ টি শিল্প হল মিডিয়া ও বিনোদন, উৎপাদন, IT ও ITes, শিক্ষা, লজিস্টিক, পেশাগত পরিষেবা, ব্যাঙ্কিং, কনস্ট্রাকশন, মাইনিং ইত্যাদি।

এই লঞ্চটির সাথে একটি ৩৬০ ডিগ্রি #ReadyForNext 2.0 প্রোগ্রাম কভার করা হয়েছে, যা- ১) ২০২৩ এর অন্তর্দৃষ্টি থেকে 'আনলকিং MSME গ্রোথ ইনসাইটস' লক্ষ্য করতে সাহায্য করবে; ২) আপগ্রেডেড সেলফ-এসেসমেন্ট টুল গুলি MSME-র প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সাহায্য করবে; এবং ৩) এক্সক্লুসিভ MSME অফার - Vi Business এর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করছে।

ভোডাফোন আইডিয়ার চিফ এন্টারপ্রাইজ বিজনেস অফিসার, অরবিন্দ নেভাতিয়া বলেছেন, "ReadyForNext প্রোগ্রাম হল MSME-এর লং-টার্ম সল্যুশন সমাধান প্রদানের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি। এটি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরো সহজ করে তোলার পাশাপাশি তাদের ব্যবসায় সঠিক ফোকাস, গাইডেন্স এবং সমাধান চিহ্নিত করতে সাহায্য করে তাদেরকে আগামীদিনের জন্য প্রস্তুত করবে।"

লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট এওয়ার্ড ইন ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অর্গানাইজার পেলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের ক্রীড়া মহলে সবচেয়ে আনন্দের ঘটনাটি ঘটল গত ২১ জুন কলকাতার ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে। এদিন সন্ধ্যায় এই অডিটোরিয়ামে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্তকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট এওয়ার্ড ইন ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অর্গানাইজার এর পুরস্কার প্রদান করল ইন্টারন্যাশানাল স্পোর্টস ফ্লিম ফেস্টিবেল কর্তৃপক্ষ। তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ইন কাউন্সিল তথা বিধায়ক দেবাশীষ কুমার। দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক সুব্রত দত্তের এহেন পুরস্কার প্রাপ্তিতে আনন্দিত কোচবিহারের ক্রীড়া মহল। এর কারণ বহু বছর পর কোচবিহার থেকে কোন ক্রীড়া সংগঠক রাজ্য স্তরে এমন বড় মাপের পুরস্কার প্রাপ্তি। বহু বছর আগে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রয়াত সম্পাদক বিক্রম সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া দপ্তর থেকে বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠকের পুরস্কার পেয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘ সময় কোচবিহারের ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভালো কাজ করার পরেও অনেক ক্রীড়া সংগঠক কোন পুরস্কার পাননি। তাই এত বছর পর স্বাভাবিকভাবে সুব্রত দত্তের এহেন পুরস্কার লাভে আনন্দিত কোচবিহারের ক্রীড়া মহল। একদিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য হিসেবে যুক্ত হবার সময়ে তিনি খুব কাছ থেকে লক্ষণ করেছেন কোচবিহারের জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন দুই সম্পাদক জগতরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও আশীষ সরকারের কর্মকান্ড। এদের কাছ থেকে পেয়েছেন বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্য। যা সুব্রতবাবুকে দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে গড়ে তুলেছে। তাই সুব্রতবাবুর এহেন সম্মান লাভে খুশি জেলার প্রবীণ ক্রীড়া মহল। সেইসাথে খুশি জেলার বর্তমান নবীন প্রজন্মও। এই প্রসঙ্গে সুব্রত দত্ত বলেন, 'এই পুরস্কার তাকে এবং আগামী প্রজন্মের কর্মকর্তাদের আরও উৎসাহিত করবে।

চ্যাম্পিয়ন টাউন ক্লাব

কোচবিহার: হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের অনিতা মজুমদার ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজক টাউন ক্লাব। ২০ জুন ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল কোচিং সেন্টারকে পরাজিত করে গোল করেন সাগর বর্মন। তিনি মণি অধিকারীর সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বাধিক গোল স্কোরারের পুরস্কার পেয়েছেন। ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হন ঘুঘুডাঙ্গার ধনঞ্জয় রায়। সেরা গোলকিপার টাউনের শুভ রায়। সেরা উদীয়মান ফুটবলার টাউনের সমীর বর্মন। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে ফতেমাহমুদ নেতাজি সংঘ।

পুরস্কার তুলে দেন ট্রফি ডোনার তুহিন মজুমদার, সচিব পঙ্কজ সরকার, ফুটবল কমিটির আহ্বায়ক মলয় ভদ্র প্রমুখ।

অনূর্ধ্ব ১২ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দেওয়ানগঞ্জ ক্যাম্প

মেখলিগঞ্জ: মেখলিগঞ্জ মহাকুমা ক্রীড়া সংস্থার চার দলীয় অনূর্ধ্ব-১২ লিগ কাম নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্প। ১৭ জুন ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৫-৪ গোলে ক্রীড়া সংস্থার দলকে হারিয়েছে। বোর্ডিং মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। দেওয়ানগঞ্জের মিরাজ সরকার ও মেখলিগঞ্জের জয়দেব রায় গোল করে। টাইব্রেকারে ফল ছিল ৪-৪। ফলে খেলা সাডেন ডেথে যায়। আর দেওয়ানগঞ্জ সাডেন ডেথে বাজিমাত করে। ফাইনালের সেরা হন দীপরাজ মুন্ডা। সর্বাধিক গোল স্কোরার মৃণাল অধিকারী। সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় হয়েছে প্রশান্ত বর্মন। পুরস্কার তুলে দেন সংস্থার সচিব পুলক পাল, মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান কেশব দাস, রেফারি অলিন্দ সিং প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন বৈরাগিরহাট একাদশ

কোচবিহার: নিউ গ্রিন ইয়ং স্টার ক্লাব আয়োজিত ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বৈরাগিরহাট একাদশ। ১৪ জুন ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে তেঁতুলতলা একাদশকে পরাজিত করে। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন আশিক বর্মন। সেরা গোলরক্ষক হন লালা সরকার।

১৫ জুন থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগের খেলার ফলাফল

১৬ জুন- নিউ সব্যসাচী ক্লাব- ৪ গারোপারা আদিবাসী সংঘ- ২
১৭ জুন- ভানুদয়াল মিশন ফুটবল আকাদেমি- ১
পাটাকুড়া রানীবাগান ক্লাব- ০
১৯ জুন- প্রভাতি ক্লাব- ১০ গারোপারা আদিবাসী সংঘ- ০
২১ জুন- চামটা নিউ সব্যসাচী সংঘ -১
মাথাভাঙা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ১
২২ জুন- ভারতী সংঘ ও পাঠাগার- ৪ ভেটাগুড়ি সাউথ কর্নার- ০
২৩ জুন- তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা-
৬ মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ৩
২৪ জুন- ভারতীসংঘ ও পাঠাগার-
৬ পাটাকুড়া রানীবাগান ক্লাব- ০
২৮ জুন- চামটা নিউ সব্যসাচী ক্লাব- ২ প্রভাতী ক্লাব- ২

তুফানগঞ্জ মহকুমা ফুটবল লিগের ম্যাচের ফলাফল

১৬ জুন- শালবাড়ি যুব সংঘ- ০
মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব- ০
১৭ জুন- বলরামপুর একাদশ- ৯ কোনাপাড়া বিদ্রোহী সংঘ-০
১৮ জুন- রসিকবিল যুবশ্রী সংঘ- ৭ ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব- ০
১৯ জুন- শালবাড়ি যুব সংঘ- ২ চিলাখানা একাদশ- ১
২১ জুন- মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব-
৬ কোনাপাড়া বিদ্রোহী সংঘ- ০
২২ জুন- ধলপল সিনিয়র ফুটবল একাদশ-
৫ বক্সিরহাট ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব- ২
২৪ জুন- রসিক বিল যুবশ্রী সংঘ-
৪ ভারেয়া বয়েজ ক্লাব- ২
২৫ জুন- শালবাড়ি যুব সংঘ-
৮ কোনাপাড়া বিদ্রোহী সংঘ- ১
২৬ জুন- ভারেয়া বয়েজ ক্লাব-
১ ধলপল সিনিয়র একাদশ- ১

রথের দিনে পুজোর ট্রেলার দেখল কোচবিহারের মানুষ

পার্থ নিয়োগী: রথের দিনেই খুঁটিপুজোর মাধ্যমে পুজোর প্রস্তুতির ঢাকে কাঠি পড়ল কোচবিহারের বিগ বাজেটের পুজোয়। এদিন বিকেলে শহরের মানুষ যেমন দেখেছে রথকে নিয়ে মানুষের পদযাত্রা। আর বৃষ্টিভেজা সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছে দুর্গোপুজোকে কেন্দ্র করে শোভাযাত্রা। একইদিনে যেন ডুয়েল আনন্দের রেশ রাজনগরে। কোচবিহার শহরের সুভাষপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো এবার ৭৫ বছরে পা দিল। এদিন সকালে শান্তির বার্তা দিতে পায়রা ও বেলুন ওড়ানো হয় ক্লাবের তরফে। খুঁটিপুজো শেষে এলাকার বাসিন্দারা ক্লাবের হয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করেন। শোভাযাত্রাটি কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় মহিলা ঢাকিরা সকলের নজর কাড়েন। 'পুরোনো সেই দিনের কথা, মানতপুরিতে ঠেকাই মাথা' থিমকে অবলম্বন করে এবার এদের মন্ডপের কাজ।

গান্ধিনগর লীলা স্মৃতি ভবানী মন্দির দুর্গোৎসব কমিটির পুজোও এবার ৭৫ তম বর্ষ। প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা খরচে এবার তাদের থিম 'এক টুকরো রাজস্থান'। রথের দিনে এদের খুঁটিপুজো হয়। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই এলাকায় একটি শোভাযাত্রা হয়। সেখানে এলাকার সর্বস্তরের মানুষ পা মেলান। ইতিমধ্যেই কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা এখানে এসেছেন। তাঁরা প্রতিমা গড়বেন। নবদ্বীপ থেকে এসেছেন মণ্ডপশিল্পী। পুজো কমিটির উপদেষ্টা শুভজিৎ কুণ্ডুর কথায়, 'নিয়মনিষ্ঠা মেনে খুঁটিপুজো হল। ঢাক-কাঁসরের সমন্বয়ে এলাকায় একটি শোভাযাত্রাও হয়েছে।

শহরের পূর্ব কামেশ্বরী রোডের ঐক্যবিতান ক্লাব মাতৃ মন্দির ব্যায়ামাগার ও পাঠাগারের ৫০ তম দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজো এদিন হয়েছে। শহর লাগোয়া টাকাগাছ সংকল্প মহিলা সংঘের ২৮ তম দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজোও হয়েছে।' কোচবিহারের ২ নম্বর কালীঘাট রোডের বেলতলা ইউনিটেও এদিন বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে খুঁটিপুজো হয়েছে। তাঁদের থিম এবার থাকছে 'রং তুলিতে মাটির ঘরে মা। এদিকে, কোচবিহারের রামকৃষ্ণ মঠে কাঠামোপুজো হয়েছে। দুর্গা, কালী ও সরস্বতী প্রতিমার কাঠামোপুজো হয়। অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞেয়ানন্দ মহারাজ বলেন, 'প্রতি বছরের মতো এবারও রথযাত্রার দিন কাঠামো পুজো হল। এখন থেকে ধীরে ধীরে প্রতিমা তৈরি হবে।' পিছিয়ে নেই দিনহাটাও। রথ উৎসবের মাঝেই শতাব্দীপ্রাচীন মা মহামায়াপাটের কাঠামো পুজো এবং বোর্ডিংপাড়া দুর্গাপুজো কমিটির খুঁটিপুজো হল।

মা মহামায়াপাটের কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে বড়োমার প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হল এদিন। উল্লেখ্য ১৮৮৫ সাল নাগাদ ডুয়ার্সের জয়ন্তী থেকে বাংলাদেশের লালমণিরহাট পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ চলাকালীন দেবীর অবয়বের একটি প্রস্তরখণ্ড দেখতে পান রেলের শ্রমিকরা। কথিত আছে পাথরটি তোলার চেষ্টা করেও কেউ তা তুলতে পারেননি। পরে মহারাজার স্বপ্নাদেশ পেয়ে ওই জায়গায় প্রস্তরখণ্ডটিকে দেবী মহামায়ারূপে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে পুজো শুরু হয়। এরপর ১৮৯০ সালে স্থানীয় দেবী দশভূজারূপে পুজো দেওয়ার স্বপ্নাদেশ পান। তারপর থেকে এখানে দেবী দুর্গা মা মহামায়া রুপে পূজিত হয়ে আসছেন।

এদিন দিনহাটা বোর্ডিংপাড়া দুর্গাপুজো কমিটির ৫৯ তম বর্ষের দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজো হয়। উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার অলোককুমার সেন, হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডল সহ অন্যরা। এবারের থিমও উন্মোচন করেন দিনহাটা হাসপাতালের সুপার। এবছরের থিম 'শ্রম অসুর'। শিল্প নির্দেশনা করবেন কলকাতার শিল্পী অমল পাঁজা, মিঠুন মাইতি। সব মিলিয়ে রথের দিন থেকেই কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেল পুজোর।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96